CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 April, 2024 ■ আগরতলা ২৪ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ১১ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা-তিন

রাজ্যজুড়ে চলছে তাপপ্রবাহ চারদিন বন্ধ থাকবে বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। তীব্র তাপ প্রবাহ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করতে আগামী ২৪ এপ্রিল ২০২৪ থেকে ২৭ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত সমস্ত সরকারি, সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও এডিসির বিদ্যালয়ে গুলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

ইতিমধ্যেই রাজ্যে তিন থেকে চার দিনের আবহাওয়ার সর্তকতা জারি করা হয়েছে। এই সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সর্বাধিক তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি লক্ষ্য করা যেতে পারে বলে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। এই সময়ে রাজ্যবাসীকে নিজেদের শরীরের প্রতি যত্নবান হতে আহবানও করা হয়েছে।

সেই দিকে নজর রেখে তীব্র গরমে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যাওয়া নিয়ে অনেক অভিভাবকরা এই চিন্তায় ছিলেন। সেই দিক বিবেচনা করে এবার রাজ্য সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের এই তীব্র তাপ প্রবাহ থেকে রক্ষা করতে চার দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিভাবক মহল।

এদিকে, আগামী ৩-৪ দিনের জন্য ত্রিপুরায় গরম এবং আর্দ আবহাওয়া পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বর্তমানে দিনের বেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ এবং উচ্চমাত্রার সৌর বিকিরণ কারণে জেলার অনেক জায়গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬০ক্স সে/৩৭০ সে এর বেশি হতে পারে যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ থেকে ৪০ সে বেশি এবং ত্রিপুরার কিছু জেলায় দক্ষিণ-পশ্চিমী বা দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হতে পারে যা ২৬শে এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত আর্দতার অনুপ্রবেশ বাড়তে পারে।

আরও জানিয়েছে, আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে ত্রিপুরার বেশিরভাগ জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি হতে পারে। সেগুলি হল ,

আগরতলা, কৈলাশহর, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র (আমবাসা)। তাছাড়া, আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে ত্রিপুরার বেশিরভাগ জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৩ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি হতে পারে।

আপেক্ষিক আর্দতার পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে ত্রিপুরার বেশিরভাগ জেলায় দিনের মোক্ষম সময়ে বাতাসের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাঞ্চনপুরে নির্বাচনী সভায়

ব্রু-দের শরণার্থীর তকমা ছেঁটে বিজেপি সরকার তাদের এরাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা বানিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। মিজোরাম থেকে আসা ব্রুদের এক সময় শরণার্থী বলা হত। বর্তমানে ব্রু-রা শরণার্থী নয়। তারা এ রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একান্ত চেষ্টায় রাজ্যের বারোটি স্থানে ব্রু শরণার্থীদের এ রাজ্যে স্থায়ীভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত ব্রু-দের সমস্যাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে, কোনো সমাধান করা হয়নি।রাজ্যের বাম সরকার এই সমস্যাগুলিকে নিয়ে রাজনীতি করেছে। অথচ এখন আবার কংগ্রেস সিপিএম জোট বেঁধে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু উপজাতিদের উন্নয়নের চিন্তা করেন কেবল দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। মঙ্গলবার উত্তর জেলায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

এদিন উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার গোচিরামপাড়ায় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী কৃতী সিং দেববর্মার সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। মঙ্গলবার দুপুর একটায় সড়ক পথে গোচিরাম পাড়া স্কুলের মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সভায় যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী।মুলত রিয়াং শরনার্থী ভোটারদের লক্ষ্যে এই সভার আয়োজন করা হয়। ইতিমধ্যে তিপরা মথার প্রধান প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব নির্বাচনী সভা সেড়ে গেছেন। প্রার্থী কৃতী সিং ও আলাদাভাবে শরনার্থীদের নিয়ে মিটিং করেছেন। এবারে একই জায়গায় প্রচারের শেষ লগ্নে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী সভায় অংশগ্রহণ করেছেন।

সভায় উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা বলেন বিজেপি আসার পূর্বে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলি অবহেলিত ছিল। কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, এর আগে কোন কেন্দ্রীয় সরকারি উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলির লোকেদের উন্নয়নের বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

শ্রীসাহা আরো বলেন জাতি উপজাতি মিলে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ট ত্রিপুরা গড়তে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টি লক্ষ্য হচ্ছে সবকা সাতকা বিকাশ। তিনি বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সারা পৃথিবীর প্রতিটি দেশকে এক পৃথিবী গড়ার মানসিকতা নিয়ে কাজ করছেন। তাই দেশের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি করুণা নামক মহামারীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাম-কংগ্রেস আর কোনদিন এরাজ্যে ক্ষমতা ফিরে পাবে না ঃ রতন লাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ এপ্রিল ।। কংগ্রেস সিপিএমের ভোট চাওয়ার নৈতিক কোনো অধিকার নেই। তারা দেশটাকে চীন এবং পাকিস্তানের কাছে বিক্রি করে দিতে চায়। সিপিএম পশ্চিমবাংলায় ৩৪ বছর শাসন করেছে। আর এখন পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় তাদের প্রার্থীদের জামানত জব্দ হচ্ছে। বিজেপি দল মানুষের জন্য কাজ করে। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এটা জানান দেয় এই দলটাকে কম করেও ৩০ বছরের পূর্বে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না। বিজেপিকে পরাস্ত করার মতো কোনো রাজনৈতিক দল এখনো তৈরি হয়নি। রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষ উপলব্ধি করতে পারছে মোদিজীর নেতৃত্বেই জনজাতিদের উন্নয়ন সম্ভব। মঙ্গলবার পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনে দলীয় প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মার সমর্থনে সরব প্রচারের অন্তিম লগ্নে খোয়াই মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত মহা মিছিলে অংশগ্রহণ করে এমনটাই বললেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ। এদিন বিকাল ৪ টা নাগাদ খোয়াই মন্ডল কার্যালয় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে খোয়াই শহরের সুভাষ পার্ক,জি এ বি চৌমুহনী, বনকর, কবিগুরু পার্ক, পুরান বাজার, লাল ছড়া হয়ে মন্ডল কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে মন্ডল কার্যালয়ের সামনে দলীয় কার্যকর্তাদের সম্বোধন করে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন যারা বিজেপি দলকে ভোট দেবেন না তারা সমাজের শত্রু উন্নয়নের শত্রু। সিপিএম দল হচ্ছে পচা কলা, কর্দমাক্ত, সন্ত্রাসির দল। বর্তমানে রাজ্যে তারা তিন নম্বরে নেমে এসেছে। অর্থাৎ ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চার মত। রাজ্যে সিপিএম ও কংগ্রেস কোনদিনই ক্ষমতায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোট গ্রহণে বাঁধা

বিনা নোটিশে স্কুল বন্ধের অভিযোগে বিদ্যাপীঠের শিক্ষককে শোকজ এসডিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৩ এপ্রিল ।। পাগলা রাজা নামে খ্যাত মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্ব নেই, তারপরেও বিংশ শতাব্দীতে এসেও যেন মহম্মদ বিন তুঘলকের বংশধরের দেখা মিললো বিলোনিয়া বিদ্যাপিঠ স্কুলে। উদ্ভট উদ্ভট কীর্তি কান্ড করে চলছে একের পর এক। কখনো ছাত্রছাত্রীদের উপর ফরমান জারি, কখনো বা শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপর। বিলোনিয়া বিদ্যাপিঠ দ্বাদশ শ্রেনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইনচার্জ জীবন বাবুর তুঘলকি কাণ্ডে হতবাক বিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা। দূরদূরান্ত থেকে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ে এসে ফিরে যেতে হলো বিদ্যালয় বন্ধ দেখে। দক্ষিণ জেলা শিক্ষা আধিকারিকের পক্ষ থেকে বিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা না হলেও বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইনচার্জ জীবন বাবু স্বঘোষিত ফরমান জারি করেছে। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনের পোষ্টাল ব্যালেটে ভোট গ্রহন করা হবে বিদ্যালয়ে তাই বিদ্যালয় বন্ধ থাকবে। অথচ রাজ্য শিক্ষা দপ্তর ও জেলা শিক্ষা অফিস থেকে ছুটির কোন ঘোষণা না হলেও শিক্ষক ইনচার্জ জীবন বাবু কি করে এই ছুটি ঘোষণা দিতে পারে এই নিয়ে উঠছে গুঞ্জন। শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আসার পর বিদ্যালয় বন্ধ দেখে একেবারে থ হয়ে যায়। এই বিষয়ে নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কক্ষে গিয়ে জানতে চাইলে, জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার জানান, জেলা শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই স্কুলের ছুটি ঘোষণা করা হয়নি। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর এই খবর পেয়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। এ বিষয়ে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলেও খবর।

এই দিকে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনে পোষ্টাল ব্যালেটে ভোট গ্রহণ সময় মত না হওয়ার কারণে বিলোনিয়া মহকুমা শাসক তথা এসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার বিলোনিয়া বিদ্যাপিঠ দ্বাদশ শ্রেনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইনচার্জ জীবন দেবনাথকে শোকজ নোটিশ জারি করেছে। ২৬ শে এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচন। আজ থেকে শুরু হয়েছে পোস্টাল ব্যালেটে ভোট গ্রহণ । এই পোষ্টাল ভোট গ্রহণ কেন্দ্র হয় বিলোনিয়া বিদ্যাপিঠ স্কুলে। এই বিষয়ে বিলোনিয়া মহকুমা শাসক তথা এসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার রিঙ্কু লাথার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ব আসনে ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। লোকসভা নির্বাচনে ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রের ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আজ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট, উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর, গোমতী জেলার অমরপুর ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবম সফর করেন। এই সফরে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের সাথে ছিলেন স্টেট পুলিশ নোডাল অফিসার জি এস রাও। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক সকালে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার রাধানগরে আসাম রাইফেলসের হেলিপ্যাডে এসে পৌঁছালে তাঁকে স্বাগত জানান ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক ডি কে চাকমা, পুলিশ সুপার কান্তা জাঙ্গির, এআরও তথা কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক এন এস চাকমা, কুমারঘাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কমল দেববর্মা প্রমুখ। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল কুমারঘাট পূর্ত দপ্তরের ডাক বাংলোয় ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রের ৫০-পাবিয়াছড়া (এসসি) ও ৫১-ফটিকরায় (এসসি) বিধানসভা ক্ষেত্রের ভোটের যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে এক পর্যালোচনা সভা করেন। সভায় তিনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, সেক্টর অফিসার, মাইক্রো অবজারভারদের ভূমিকা, স্ট্রংরুম, ডিসপারসেল সেন্টার, ইডিসি এবং পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদান নিয়ে পর্যালোচনা করেন। ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোথাও যাতে কোনও ত্রটি না থাকে সেজন্য সংশ্লিষ্টদের তিনি নির্দেশ দেন। পর্যালোচনা সভা শেষে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে সবাইকে ভোটদানে অংশগ্রহণ করতেও আহ্বান জানান। তাছাড়াও মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এদিন পাবিয়াছড়া কলোনী হাইস্কুলে ডিসপারসেল সেন্টার পরিদর্শন করেন।

২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রের ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল আজ কাঞ্চনপুর সফর করেন। কাঞ্চনপুরে তিনি কাঞ্চনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পোস্টাল ভোটিং সেন্টার পরিদর্শন করেন। এই বিদ্যালয়েই তিনি কাঞ্চনপুর মহকুমার ৫৯-পেঁচারথল (এসটি) এবং ৬০-কাঞ্চনপুর (এসটি) বিধানসভা ক্ষেত্রের স্ট্রং রুম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যেও পালিত হল হনুমান জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। মঙ্গলবার ছিল হনুমান জন্ম জয়ন্তী। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আগরতলা শহরের ভারতরত্ন সংঘ ক্লাব সহ বেশ কয়েকটি সামাজিক সংস্থা ও ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় হনুমান জয়ন্তী পুজো।

তাছাড়া, আজ কাঠিয়া বাবা মিশন কলেজে গেলেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু।

এদিকে ভারতরত্ন সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

র‍্যাইমাভ্যালিতে বিজেপি প্রার্থীর সভায়

ত্রিপুরায় জাতি-জনজাতিদের শত্রু কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। ত্রিপুরার জাতি জনজাতিদের শত্রু কমিউস্ট ও কংগ্রেস। তাই পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনেও বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে কমিউস্ট ও কংগ্রেসকে চিরতরে বিদায় জানানো হোক।আজ রাইমাভ্যালিতে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় সিপিএম ও মানিক সরকারকে এক হাত নিয়েছেন বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, গন্ডাছড়াবাসীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে ভাবত কমিউনিস্টরা।শাসনকালে থাকাধীন তাঁদের উন্নয়নের জন্য কিছু করে নি তাঁরা।

তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরায় সিপিএমের কোনো অস্তিত্ব নেই। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সিপিএমের হাঁটু ভেঙে দিয়েছিল। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যবাসী কমিউনিস্টের কোমর ভেঙে দেবে।কারণ , ত্রিপুরার জাতি জনজাতিদের শত্রু সিপিএম ও কংগ্রেস , এভাবেই সিপিএম ও কংগ্রেসকে খোঁচা দিয়েছেন বিপ্লব।

এদিন তিনি জনসভায় পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমন করেছেন। তাঁর কটাক্ষ, পশ্চিম লোকসভা আসনে ত্রিপুরার ৪ বারের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার হাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। চাকুরিচ্যুত শিক্ষক নারায়ণ সূত্রধর ২০২৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট একটি কন্টেন্ট দায়ের করেছিলেন। তার পর সুপ্রিম কোর্টে দুই দিন শুনানি হয়েছিল।তাই আগামী ১৭ মে ওই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানিয়েছেন।

এদিন চাকুরিচ্যুত শিক্ষক নারায়ণ সূত্রধর বলেন, ২০২৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট একটি কন্টেন্ট দায়ের করেছিলেন। তার পর সুপ্রিম কোর্টে দুই দিন শুনানি হয়েছিল। তারপর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আবেদনকারীকে ত্রিপুরা হাই কোর্টে আপিল করতে বলেছিলেন। যথারীতি নারায়ণ কর ত্রিপুরা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন। তারপর এক এক করে ১০১৭ জন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঞ্চনার জবাব, ভোট বয়কটের ডাক রিয়াং জনগোষ্ঠীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর , ২৩ এপ্রিল ।। বিশুদ্ধ পানীয় জল ও রাস্তার দাবীতে ভোট বয়কটের ডাক থুংচড়াই এডিসি ভিলেজের রিয়াং জনগোষ্ঠীর। শাসক দলীয় নেতারা কুম্ভ নিদ্রায়।

জল ও রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিলো রিয়াং জনজাতিরা। সামনেই রাজ্যের দ্বিতীয় দফার ভোট,আর এই ভোট বয়কট ঘোষণা করে শাসক দলের নেতাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিলো থুংচড়াই এডিসি ভিলেজের জনজাতিরা।"তুই খোরই,লমা খোরই " অর্থাৎ জল নেই, রাস্তা নেই এই দাবিতে উত্তাল পাহাড়। অপরদিকে কুম্ভ নিদ্রায় শাসক ও বিরোধী নেতারা। এই উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে উত্তর জেলার ৫৮নং পানিসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের জয়শ্রী থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার দূরবর্তী শেরে চন্দ্র পাড়ার প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকা থুংচড়াই এডিসি ভিলেজে। তাদের বয়ান অনুযায়ী ভারত স্বাধীনের পর থেকেই রিয়াং এই জনগোষ্ঠীরা ঐ এলাকায় বসতি স্থাপন করে আসছে।

চলতি বর্ষা মৌসুমে দু'কিমি দূরবর্তী এই পাহাড়ী ছড়ার জলেই তেষ্টা মেটানো থেকে শুরু করে আবাল বৃদ্ধদের স্নান ও কাপাড় কাঁচা,বাসন মাজা সবকিছু নির্ভর করতে হচ্ছে।যারফলে প্রতিবছরই জল বাহিত রোগ ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় বলেন জনজাতিরা।তাছাড়া শুখা মৌসুমে সেই পাহাড়ী ছড়াও মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন অন্যান্য গ্রাম থেকে জল সংগ্রহ করতে হয়।অপরদিকে একই ভাবে বেহাল অবস্থা এই গ্রামে প্রবেশের একমাত্র সড়কটিরও। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৯২ ▫ ২৪ এপ্রিল ২০২৪ ইং▫ ১১ বৈশাখ ▫ বুধবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

জল বাহিত রোগের ঝুঁকি

বিশুদ্ধ জলের অভাবেই বহু মানুষ পেটের রোগে ভোগেন। সেই সঙ্গে রহিয়াছে জলবাহিত অন্যান্য রোগের সমস্যা। আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠিয়াছে পানীয় জলের ব্যবসা। জারের জল খাওয়া বহু মানুষের ফ্যাশন। পরিষ্কার জল হিসাবে এগুলি সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব পূরণে সরকার মন দিলে মানুষ উপকৃত হইবেন। প্রত্যেক মানুষের কাছে যাহাতে পরিষ্কার ও পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছাইতে পারে, সেটা সরকারকেই নিশ্চিত করিতে হইবে। কারণ, মানুষের সুস্থ ও ভাল থাকিবার জন্য সেটা জরুরি। ত্রিপুরা একটি পাহাড় ঘেরা পার্বত্য রাজ্য। শুখা মরশুমে এই রাজ্যে পানীয় জলের সংকট প্রতি বছরের চরম আকার ধারণ করে। শুধু পাহাড়ি এলাকাতেই নয় সমতল এবং শহর এলাকাতেও পানীয় জলের সংকট রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুত পানীয় জল প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও সেইগুলির সঠিক বাস্তবায়ন নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। পাহাড় বেষ্টিত রাজ্যকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিয়া থাকে। সেই টাকার সঠিক বাস্তবায়ন হইলে সমস্যা এতটা জটিল আকার ধারণ করিত না। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য যাহাজের উপর দায়িত্ব অর্পিত রযহিয়াছে তাহাদের দুর্নীতি এবং কর্তব্য জ্ঞান হীনতার কারণেই ত্রিপুরার পানীয় জলের সমস্যা এখনো বহাল রহিয়াছে। পাহাড়ি এলাকায় পানীয় জলের উৎস সন্ধানের জন্য প্রতিবছর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলেও তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার সঠিক পদক্ষেপ নাই। পানীয় জলের উৎস গুলি বিকল হইয়া পড়িবে সঠিক সময়ে সেগুলোকে মেরামতি করিবার কিংবা তদারকি করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। পাহাড়ি অঞ্চলের যেসব স্থানে এখনো পরিশ্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা যায় নাই ওইসব এলাকার মানুষ ছড়া নালা ইত্যাদির অপরিশ্রুত জল পান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইতে বাধ্য হইতেছেন। আর ওই সব অপ পরিশ্রুত পানীয় জল পান করিয়া বিশেষ করিয়া গিরিবাসীরা নানা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। এদিকে শহর ও সমতল এলাকার অনেকেই বর্তমানে যার বা বোতলজাত পানীয় ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এটি রীতিমতো ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকের ছাতার মত জল উৎপাদনকারী বিভিন্ন কোম্পানি গড়িয়া উঠিয়াছে। খোঁজখবর নিলে দেখা যায় কিছু কিছু জল উৎপাদনকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন নাই। তাহারা বেআইনিভাবে নিয়ম নীতি না মানিয়া জল বোতলজাত এবং জারজাতকরিয়া বাজারজাত করিতেছে। এইসব জলের গুণগত মান কতটা সঠিক তাহা যথাসময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার তেমন কোনো তৎপরতা প্রশাসনের তরফ হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে না। কালে ভদ্রে দপ্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার জন্য বিভিন্ন জল উৎপাদনকারী সংস্থায় হানা দেওয়া হইতেছে। এই ধরনের নামকা ওয়াস্তে হানাদারি বাস্তব সমস্যা সমাধানে কোনদিনই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া ওঠা অবৈধ জল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় সমতল এবং পাহাড়ে অপ্রতিশ্রুত পানীয় জলে জলবাহিত রোগের পরিমাণ আরো বাড়িয়া যাইবে। আর এজন্য প্রশাসনকেই দায়ী থাকিতে হইবে।

মঙ্গলবারও দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বহাল তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): অন্য কয়েকদিনের মতোই মঙ্গলবারও দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বহাল থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে আর্দতাজনিত অস্বস্তি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, শুক্রবার পর্যন্ত এমন অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকবে। তবে এর মধ্যেই এদিন বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। দু""এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কয়েকটি জেলায়।

তবে বৃষ্টির জন্য তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। রাজ্যের বহু জেলায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির ওপর থাকবে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুসারে আগামী চার দিন কলকাতার তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রি বাড়বে। বাংলা জুড়ে চলবে তীব্র তাপপ্রবাহ।

মঙ্গলবার বিরল মহাজাগতিক দৃশ্য, আকাশে দেখা মিলবে গোলাপি চাঁদের

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): মঙ্গলবার বিরল মহাজাগতিক দৃশ্যর সাক্ষী থাকবে পৃথিবী। এদিন আকাশে দেখা মিলবে গোলাপি চাঁদের। আকাশে ঘটা এই ঘটনা """"পিঙ্ক মুন"""", """"ফুল মুন"""" বা """"এপ্রিল মুন"""" নামেও পরিচিত।

এদিন সূর্যাস্তের পরে, চাঁদ গোলাপি রঙের দেখাবে। এই মহাজাগতিক ঘটনাকে গোলাপি চাঁদ বা পিঙ্ক মুন বলা হয়। এদিন চাঁদ স্বাভাবিক দিনের চেয়ে বড় ও উজ্জ্বল দেখায়।

অনুব্রত-হীন বীরভূমে প্রথম লোকসভা ভোট, মঙ্গলবার জনসভা মমতার

বীরভূম, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): মঙ্গলবার বীরভূমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী জনসভা। এদিকে একাধিক মামলায় হাজতবাস করছেন বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রত (কেষ্ট) মণ্ডল। ফলে প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনের লড়াই কেষ্টকে ছাড়াই লড়বে তৃণমূল কংগ্রেস।

বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শতাব্দী রায়ের সমর্থনে এদিন প্রচার করবেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই """"কেষ্টহীন"""" বীরভূমে নির্বাচনী প্রচারে এসে কী বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী, সেদিকেই নজর সকলের । জানা গিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় উপস্থিত থাকবেন বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শতাব্দী রায়, বোলপুর কেন্দ্রের প্রার্থী অসিত কুমার মাল, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ-সহ জেলার বিধায়ক ও জেলা নেতৃত্ব ।

একে কেষ্ট নেই, তার ওপর বীরভূম লোকসভায় অভিনেত্রী শতাব্দী রায়ের বিপরীতে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধর। সব মিলিয়ে এই জেলার লড়াই যে হাড্ডাহাড্ডি তা বলার অপেক্ষা রাখে না ।

‘ভাষা বা সংস্কৃতি কোনোটারই গুরুত্ব কি আছে বাঙালির কাছে’ ?

নিশীথ সিংহ রায়

আমাদের মাতৃভাষার বর্তমান হাল হকিকত নিয়ে আমরা মানে বাঙালিরা এই মুহূর্তে খুবই চিন্তিত বা আতঙ্কিত। কি করে বাংলা ভাষার পুরানো সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ফিরিয়ে আনা যায় তা নিয়ে আবেগ, উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। সত্যি, ভালোও লাগছে বাংলা ব্রিগেডের বাংলা ভাষা বাঁচানোর এই সোশ্যাল মিডিয়ায় অজস্র সংস্থা ও অনেক বাংলা প্রেমী বা দরদী গ্রুপ খুলেছেন বাংলা ভাষা বাঁচানোর জন্য। তাঁরা সেখানে বারংবার লিখছেন বাংলায় বলুন বা লিখুন। ‘মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম’ এই হচ্ছে তাদের মূল স্লোগান। সত্যিই তো সদ্যোজাত শিশু মায়ের দুধ খেয়েই বেঁচে থাকে তার তো আবার জলেরও প্রয়োজন পড়ে না। আর আমরা তো জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছি বা শুনে আসছি মাতৃভাষা মানে শিশু প্রথম যে কথা বলে তা হচ্ছে তার মায়ের কথ্যভাষা। সেকারণেই মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সাথে তুলনা করা হয়। তাই সেই মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাদের আরও আশংকা পৃথিবীর মধুরতম ভাষা যে বাংলা ভাষা তা হয়তো অচিরেই হারিয়ে যাবে। তাঁরা এ প্রশ্নও তুলেছেন কেন বাংলা ভাষা ‘ধ্রুপদী’ ভাষার মর্যাদা পাবে না? যেখানে ওড়িয়া ভাষা পর্যন্ত ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেয়েছে সেখানে বাংলা কেন ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পাবে না। যে ভাষায় লিখে এশিয়ার প্রথম নোবেল জয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাদের মনে হয় যে ভাষায় জাতীয় সংগীত ও জাতীয় গীত লেখা সে ভাষা কতটা উন্নত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাঙালির কাছে আর একটা নতুন তথ্য এসেছে নোবেল কমিটির সৌজন্যে তা হলো বাঙালি লেখক তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর নাম ঘোষণার কয়েকদিন আগে উনি মারা যান। যেহেতু মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার দেওয়ার রীতি নেই তাই দ্বিতীয় বাঙালি হিসেবে তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আর নোবেল পুরস্কার পেলেন না। আর বাংলা সাহিত্য ভারতের সব সাহিত্যের চেয়ে বেশি প্রাচুর্যময়। সেকারণে বাংলা বাষা ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পাওয়ার দাবীদার। সত্যিই তো বাংলা ভাষা কেন ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পাবে? আমরা এবার ‘ধ্রুপদী’ ভাষা সম্বেন্ধে একটু দেখি। ভারতে এখনও পর্যন্ত মোট ছয়টি ভাষা ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। তার মধ্যে শেষতমই গচ্ছে ২০১৪ সালে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পাওয়ার ওড়িয়া ভাষা। ২০০৪ সাল থেকে ভারতে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া শুরু হয়েছে। ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেচে গেলে প্রথম এবং প্রধান শর্তই হচ্ছে সেই ভাষাকে ১৫০০ বছরের পুরানো এবং সেই ভাষার লিখিত নথি থাকতে হবে। সরকারি মতে এই শর্ত পুরণ করতে পেরেছে এখনও পর্যন্ত ছয়টি ভাষা। ২০০৪ সালে। ‘তামিল’ প্রথম ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পায়। তামিল ভাষার পর ২০০৫ সালে সংস্কৃত, ২০০৮ সালে তেলেগু ও কন্নড়, ২০১০ সালে মালয়লাম এবং সর্বশেষে ২০১৪ সালে এই ওড়িয়া ভাষা ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পায়। ভারতের প্রথম যে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পায়। ভারতের প্রখথম যে ধ্রুপদী ভাষা ‘তামিল’ তা কিন্তু পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম আবার অনেকে বলেন তামিল ভাষাই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা। এর স্বপক্ষে ঐতিহাসিক ভাবে প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্রলিপিরও উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনস্বমক্ষে একথা বলেন যে ‘তামিল ভাষাই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা’। বাংলা বাঁচাও কমিটির আরও যুক্তি উপরেআক্ত ছয়টি ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভাষা প্রায় মৃত এবং আর পাঁচটি ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যা বাংলা ভাষার তুলনায় অনেক কম এবং ভারতে হিন্দীর পরেই বাংলা ভাষায় কথ্য মানুষের সংখ্যা। এখানে এটাও বলে রাখা ভাল বাংলা ভাষাকে একদিন ধরে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য আবেদন করা হলেও সরকারি ভাবে তা একদিন করা হয়নি। এখন সরকারি ভাবে আবেদন করা হয়েছে এবং তাতে ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরে দেখানো হয়েছে যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ১৫০০ বছরের অনেক বেশি পুরানো। আনতই হয়তো এবার বাংলা ভাষা ‘ধ্রুপদী’ ভাষার মর্যাদা পেলেও পেতে পারে। আমাদের এখানে আলোচ্য বিষয় ‘বাংলা’ ভাষার বর্তমান হাল হকিকত নিয়ে। আর বাঙালি যখন তার মাতৃভাষার প্রতি এতটা চিন্তিত তখন দেখি নিই বাঙালি তার মাতৃভাষাকে কতটা আন্তরিক ভাবে ভালোবাসে, তাকে জিইয়ে রাখার জন্য কতটা সচেষ্ট বা কতটা যত্নবান? বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষার কথ্য ও লিখিত ব্যবহারের পরিসংখ্যানটা একটু দেখে নিলেই আমাদের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় পশ্চিমবঙ্গের কত শতাংশ পড়ুয়া ইরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করতো আর বর্তমানে কত শতাংশ ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে? সাধারণ জ্ঞানে বলে পৌনে দুশো বছর ইংরেজ শাসনে থেকে মুক্ত হবার পর ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার রেওয়াজ থাকাই উচিত ছিল নাত কিন্তু হয়নি। কারণ, তখন যাঁরা সমাজের বা জাতির হিতার্থে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন জাতীয়তাবাদে পরিপূর্ণ। তাই তাঁরা বাংলা ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করলেন কিন্তু ভারতের মতো বহু ভাষার দেশে এবং উচ্চ শিক্ষার সুবিধার্থে সাথে ইংরেজি ভাষাও রেখে দিলেন। এবার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই তাহলে বুঝতে পারবেন সেই বাংলা ভাষার বর্তমানে কি হাল? ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ১১,২৭,৮০০ জন আর ২০২৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ওই সংখ্যাটাই হয়েছে ৬,৮২,৩২১ জন। তার মানে ২০২২ এর তুলনায় ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে (১১, ২৭,৮০০-৬,৮২,৩২১) ৪,৪৫, ৪৭৯ জন। আর এটাও ঠিক যে সমস্ত অভিভাবকরা তাদের বাচ্চাদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করায় তারা একেবারে সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ নয়। তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা একটু স্বচ্ছল এবং এখন কোন মাধ্যমে পড়ালে তাদের সন্তান জীবনে উন্নতির সোপানে চড়তে পারবে তার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান তাদের অবশ্যই আছে। তাই তো তারা এক দেড়শো বছরের পুরানো এককালের নামকরা বাংলা মাধ্যম স্কুল ছেড়ে নতুন নতুন গজিয়ে ওঠা ‘স্ট্যাটাস’ সম্বলিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে তাদের সন্তানকে ভর্তি করছে। টাকা পয়সা যা লাগে তা দেবার জন্য অভিভাবক এক পায়ে খাড়া, উল্টে আসল খরচের তুলনায় বহুগুণ বেশি দিতেও প্রস্তুত। সবচেয়ে বড়ো কথা এসব স্কুলে ভর্তি করার জন্য অভিভাবকরা একবছর -দু’বছর আগে থেকে প্রভাব খাটাতে শুরু করেন। এসব খণচ বা প্রভাব খাটানো খুব সাধারণ মানুষের পক্ষে কি সম্ভব? এখন কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় প্রাইমারী বা মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে পড়ুয়া নেই বললেই হয়। তাহলে নামী খরচ বহুল ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে কাদের বাচ্চারা ভর্তি হয়? এবার বুঝতে পারছেন যারা বাংলা ভাষা বাঁচাও বাঁচাও বলে সভা-সমিতি, মাঠে -ময়দানে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে ঝড় তুলছেন তাঁদের বাচ্চারাই মাতৃভাষায় লেখাপড়া শেখে না। তারা লেখাপড়া শেখে নামী দামী ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। আসা যাক এই শ্রেণির মানুষের কথায়। প্রথমেই ধরি যে ‘সেক্টরে’ সবচেয়ে বেশি মানুষ এখন করেকম্মে খায় সেই রাজনীতিবিদদের কথায়। পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি বিক্রি করে যাঁরা একন তাঁদের সন্তানরা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়বেই। তা সে গ্রাম, মফফস্বল শহরে বা পুর নিদম যেখানেই হোক না কেন। কারণ এটা তাঁদের ‘স্ট্যাটাস সিম্বল’। আর একটা কারণ নিজেদের কর্মক্ষেতর তাঁদের অনেক সময়ই ইংরেজি, হিন্দী ভাল না জানার জন্য হীনমন্যতায় ভোগা। তাই নিজের সন্তানের ক্ষেত্রে কোনও ‘রিস্ক’ নেওয়া নয়। বেসরকারি বিশেষত আই টি সেক্টরে কর্মরতরা স্বপ্নেও ভাববেন না তাঁদের সন্তানদের বাংলা মাধ্যমে পড়াবেন। কারণ কর্মক্ষেত্রে তাঁদের একমাত্র ভাষাই হচ্ছে ইংরেজি। আর একটা কথা, তাঁদের মধ্যেও হয়তো কেউ কেউ ভাল ইংরেজি না জানার জন্য ভূক্তভোগী কর্মক্ষেত্রে। এরপর আসি সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে। সেখানেও সেই একই চিত্র। এবার আবার যদি যেকোনো পর্যায়ের শিক্ষক বিশেষত সরকারি শিকদের কথা ধরি তাহলে আবাক হতেই হবে। কারণ, এনারা নিজেরা বাংলা মাধ্যমে শিক্ষিত কিন্তু নিজেদের সন্তানদের ক্ষেত্রে সরকারি স্কুলে বা বাংলা মাধ্যমে পড়ানোর কথা স্বপ্নেও ভাববেন না এবং এই কথাটিও দারুণ সত্যি ওপরের সবকটি ক্ষেত্রে কর্মরত কেউ যদি তাঁর সন্তানকে বাংল ামাধওমে পড়ান জানবেন সেটা একান্তই নিরুপায় হয়ে পড়ান, বাংলা বা মাতৃভাষাকে ভালোবেসে নয়। মানে সমাজের নীতি-নির্ধারনকারীরা তাঁদের সন্তানদের বাংলা মাধ্যমে পড়ান না। তাই আজ যা হবার তাই হয়েছে। বাংলা ভাষা এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও তার নিজের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে গ্রামেগঞ্জে ছাড়া অন্যত্র তৃতীয় ভাষা হিসেবে পরিগণিত। ইংরেজি, হিন্দীর পরে বাংলায় বাংলা ভাষার (মাতৃভাষার) স্থান আর গ্রামগঞ্জেও এখন আমরা দেখছি ব্যাঙের ছাতার মতো যেভাবে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল গজিয়ে উঠছে তাতে অদুর ভবিষ্যতে বঙ্গ না ‘ইঙ্গি’তে পরিণত হয়ে যায়। সেটা হয়তো আমাদের কাছে খুব গর্বের ব্যাপার হবে।

আর বাঙালির সংস্কৃতি? সেটা না বললেই নয়। বাঙালির সংস্কৃতি এখন চটুল সংস্কৃতি। যার নমুনা বাড়িতে, পথেঘাটে, পুজোপার্বনে বা যেকোন অনুষ্ঠানে গেলেই দেখতে পাবেন। হ্যাঁ , বিদেশি বসবাসরত বাঙালিরা তাদের অনুষ্ঠানে প্রায় একশো শতাংশ বাঙালিয়ানা দেখায় কিন্তু তার পিছনে যতটা না বাঙালি প্রীতি তার চেয়ে বেশি নিজ ধর্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা। তাদের তো মাতৃভাষা আগেই গেছে এবার যদি ধর্মটাও যায় তাহলে কি হবে? ভাষা, সংস্কৃতি গেলে পরোয়া নেই কিন্তু ধর্ম। নৈব নৈব চ। বাঁচার পক্ষে বর্থমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি যেটা টনিকের কাজ করে সেটা মাতৃভাষা বা তার সংস্কৃতি নয় তার ধর্মীয় আচার আচরণ। তাই বাঙালি মাত্রই এখন তার ধর্মীয় আচার আচরণে মত্ত সেখানে তার ভাষা ও সংস্কৃতি ঢাল মাত্র। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বেলুড় মঠের জমিতে চিরস্থায়ী বিবেকানন্দ

বর্তমান সময়ে, ভারতবর্ষে মন্দির-নির্মাণ যখন ইতিহাস ও একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করে, আদর্শ বা মূল্যবোধের তোয়াক্কা না করে, হয়ে ওঠে অশালীন বৈভব ও পেশিশক্তির পরিচায়ক, রাজনৈতিক প্রোপ্যাগান্ডা, তখন স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিমন্দিরের শতবর্ষের পাঠে আমরা ব্রতী হতে পারি। এ তো কেবল একটি স্থাপত্য বা অহেতুক ভক্তিপ্রাবল্যের ইতিহাস নয়; এই ইতিহাস স্বপ্নের, শ্রমের, ব্যর্থতার, সাফল্যের, এবং সর্বোপরি— এক দেবতুল্য, স্বার্থশূন্য মানুষের প্রতি নিখাদ ভালোবাসার। শুভংকর ঘোষ রায় চৌধুরী

১০০ বছরে পা দিল বেলুড় মঠের বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির। ১৯২৪ সালের ২৮ জানুয়ারি বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ৬২তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনে সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনাটি ছিল স্বামীজির বিরাট স্মৃতিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা। তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ) সারাদিনব্যাপী নানাপ্রকার পূজাপাঠ, হোম, দরিদ্রনারায়ণসেবা ও সর্বোপরি মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে ফাঁকে স্মৃতিচারণা করেছিলেন--- ‘স্বামীজী এখনও বেলুড় মঠে বাস করছেন। আমি কতদিন তাঁকে তাঁর ঘরে ধ্যানস্থ দেখেছি, কখনো দেখেছি তিনি পায়চারি করছেন।’

বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের খুব সামান্য জুড়েই আছে প্রয়াত মহাপুরুষের প্রতি ফুলমালা সহযোগে প্রথাগত শ্রদ্ধানিবেদনের ইচ্ছা। বরং, তাঁর সতীর্থ ও শিষ্যদের এই ঐকান্তিক বিশ্বাস যে ‘স্বামীজি এখনও বেলুড় মঠে বাস করছেন’, এবং জীবনের শেষভাগে তিন গুরুভাইয়ের কাছে বিবেকানন্দের তিনটি নির্জন উচ্চারণ বা ইচ্ছাপ্রকাশ এই মন্দিরের ইতিহাসকে করে তুলেছে আত্মিক স্পর্শের এক দলিল। মন্দিরটি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে, গঙ্গাতীরের সেই বেলগাছ-দেবদারুগাছ সংলগ্ন জায়গাটির উল্লেখ করে সতীর্থ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে (রাখাল মহারাজ) বলেন বিবেকানন্দ, ‘রাজা, আমায় এখানে একটু জায়গা দিতে পারিস?’ কাছাকাছি সময়েই স্বামী সারদানন্দকেও (শরৎ মহারাজ) বলেন, ‘সামনেই ঠাকুরের চিতাস্মৃতি, আমার মনে হয় সমস্ত মঠভূমির মধ্যে এই স্থানটিই সর্বোৎকৃষ্ট।’ দেহত্যাগের তিন দিন আগে ওই জায়গাটির বিষয়ে স্বামীজির শেষ কথা ছিল স্বামী প্রেমানন্দের (বাবুরাম মহারাজ) কাছে— ‘আমার দেহ গেলে ঐখানে সৎকার করবি।’

এরপর, ১৯০২ সালের ৪ জুলাই বিবেকানন্দের আকস্মিক মহাপ্রয়াণে কিছুটা অভিভূত হয়ে পড়ে মঠস্থ জীবনধারা। তাঁদের আদরের যে নরেনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শকে জাজ্বল্যমান প্রত্যক্ষ করে দল বেঁধেছিলেন একদা দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করা কিছু সম ও অসমবয়স্ক বন্ধু, সেই নরেনের স্মৃতি ধরে রাখতে পরবর্তী ধাপ কী হতে পারে, সেই চিন্তাস্রোতও যেন ক’দিনের জন্য থেমে গিয়েছিল প্রাথমিক বিহ্বলতায়। তবে, অতি বড় বিরহের মুখেও ঋজুতা প্রদর্শন ভারতীয় সন্ন্যাসের আদর্শ। তাই, স্বামীজীর প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম ও সামূহিক শোকের প্রতি বৈরাগ্যের যুগপৎ ছোঁয়া পাওয়া যায় সে বছর জুলাই মাসেই ২৪ তারিখে ওলি বুলকে লেখা স্বামী সারদানন্দের চিঠিতে--- ‘যে স্থলটিতে স্বামীজীর পূতশরীরের দাহকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তথায় একখানি মন্দির এবং মধ্যে মধ্যে মঠে অভ্যাগত সাধুসকলের নিমিত্ত তৎসংলগ্ন একখানি বিশ্রামাগার নির্মিত হইবে।’ সন্ন্যাসীদের একে অন্যকে লেখা পরপর কিছু চিঠিতেই এই মন্দির নির্মাণের প্রাথমিক ভাবনা ধরা পড়ে; এমনকী, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০২ তারিখে কলকাতার টাউন হলে গঠিত হয় একটি স্মৃতিরক্ষা কমিটি। তবে যে-কোনও ভাবনাকে সাকার হওয়ার জন্য নানাবিধ সমস্যা পেরতে হয়, এবং সে-পথে একটি বড় সম্বল আর্থিক সহায়। মঠ ও মিশনের আজকের স্বচ্ছলতার নিরিখে দেখলে অবাক হতে হয়, ১৯০৬ সাল অব্দি অর্থাভাবে স্বামীজির মন্দির-নির্মাণ বা মঠের প্রাচীর নির্মাণ দূরস্থান, গঙ্গার জোয়ার থেকে বাঁচাতে পোস্তা গাঁথা, ঘাট বাঁধানো, এমনকী, রামকৃষ্ণ-ভাবের প্রসার ও প্রচারের কাজ পর্যন্ত যে স্থগিত হয়ে যাচ্ছে মাঝেমাঝেই--- সুদূর আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দকে এক উদ্বিগ্ন পত্রে জানান সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ। অবশেষে সামান্য অর্থানুকূল্যে ১৯০৭ সালের ১০ মার্চ স্বামীজির স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তিপত্তন হয়।

স্মৃতিমন্দির-বিষয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম আলোচক স্বামী মুক্তিশ্বরানন্দ মন্দিরটির নির্মাণকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে মাত্র দুই বছরের মধ্যে (১৯০৭-১৯০৯) স্বামীজির গর্ভমন্দিরটি নির্মিত হয় স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে। ১৯০৮ সালের ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার পাতাতেও পাই— ‘মঠের দক্ষিণ দিকে একটী একতলা মন্দির নির্মিত হইয়াছে— তন্মধ্যে বেদি— তাহাতে স্বামীজীর বীরভাবোদ্দীপক মহান চিত্র। মহাপুরুষের পবিত্রস্মৃতি কালস্রোতে বিলুপ্ত হইবে না বুঝিয়া আশান্বিত হইলাম।’

তবে, থেকে-থেকেই অর্থাভাব-প্রণীত যতিচিহ্ন হয়ে উঠেছিল এই নির্মাণগাথার অনিবার্য পরিচালক। ১৯১২ সালে স্বামীজির আবির্ভাবের অর্ধ-শতবর্ষে পা রেখে মন্দিরটি গড়ার বিশেষ উদ্যোগ নেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ১৪ জানুয়ারি পুণার বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক ‘মারাঠা’য় প্রকাশিত হয় মন্দির-নির্মাণার্থে একটি অনুদান-প্রার্থনা। ভারতের মতো দেশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুদান চাওয়ার ইতিহাসে এই আবেদনটির ভাব ও ভাষা এক বিরল বাস্তবধর্মী ভাবনার নিদর্শন। ভক্তি-জর্জরিত দেশে, দৈবী অলৌকিকতার প্রচারে যেখানে সহজেই উঠে আসে মন্দির-নির্মাণের কোটি কোটি টাকা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আদর্শে নিমজ্জিত সেই আবেদনে এরকম কোনও উল্লেখ ঘুণাক্ষরে, একবারের জন্যও উঠে আসে না। যা আসে, তা হল প্রাণাধিকপ্রিয় ভাই ও দেশনায়কের স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীদের কাছে ব্যক্তিগত, কাতর প্রার্থনা--- ‘আধুনিক ভারতবর্ষের স্বদেশপ্রেমী সন্ন্যাসী’র স্মৃতি এক যথোপযুক্ত স্মারক সহায়ে চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত আমরা কী-ই বা করিয়াছি?’ মন্দির-নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে আনুমানিক আরও ৩০০০০ টাকার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ব্রহ্মানন্দ একটি ‘বাস্তবসম্মত পন্থা’র প্রস্তাব দেন— ‘যে সমস্ত ব্যক্তি, যাঁহারা স্বামীজী তথা তাঁহার কার্যের জন্য আপনাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ঋণী বলিয়া গণ্য করেন, তাঁহারা এক ধর্মনিষ্ঠ ব্রত গ্রহণ করুন যে, তাঁহারা স্বামীজীর ৫০তম জন্মবর্ষে নিজ মাসিক উপার্জনের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথক করিয়া রাখিবেন এবং তাহা গুরুদক্ষিণারূপে প্রেরণ করিবেন, প্রতি মাসে অথবা ১৯১২ বর্ষের শেষে।’ উদাসীনতা ও অবজ্ঞার সম্মুখীন অবশ্য বিবেকানন্দ জীবদ্দশাতেই হয়েছিলেন, কায়েতের ছেলে হয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার ‘অপরাধে’। দেহাবসানের পর, তাঁর পট শ্রীরামকৃষ্ণের পটের পাশে রাখা গর্হিত কাজ হবে কি না, এ নিয়ে বিশেষ দ্বিধান্বিত ছিলেন বহু বাঙালি রামকৃষ্ণ-ভক্ত। কাজেই, সেই ‘কায়েতের’ স্মৃতিতে মন্দির গড়ায় অর্থবান বাঙালিদের অনেকেই যে নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ দিতেও অসম্মত হবেন, এতে আর আশ্চর্যের কী!.

বছর ঘুরলে এই আবেদনের উত্তররূপী যে ছবিটি ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ পত্রিকার ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় ফুটে ওঠে, বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের ইতিহাসে তাকে অভাবনীয় এক লজ্জার অধ্যায় বলে চিহ্নিত করলেও ভুল হবে না। আনুমানিক আরও ৩০০০০ টাকার মধ্যে বছরশেষে অনুদান-মারফত মঠ ও মিশনের হাতে আসে মাত্র ১০৮৪ টাকা। বিবেকানন্দের অবদানে নিজেকে ‘প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ঋণী’ বলে মনে করা যে জনা পঞ্চাশ দাতার নাম ‘প্রবুদ্ধ ভারত’ প্রকাশ করে, তার এক-পঞ্চমাংশও বিবেকানন্দের স্বজাতি বাঙালি কি না, কর গুনে দেখতে হয়। সম্পাদক স্বামী বিরজানন্দ লেখেন--- ‘কত স্বল্প সংখ্যক মানুষ আমাদিগের আবেদনে সাড়া দিয়া তাঁহাদের সাধ্যানুযায়ী দান করিয়াছেন সেই মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় যিনি তাঁহাদের সেবায় নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন ও তাঁহাদের উন্নতির জন্য এত অধিক করিয়াছেন।’ অবশ্য, উদাসীনতা ও অবজ্ঞার সম্মুখীন অবশ্য বিবেকানন্দ জীবদ্দশাতেই হয়েছিলেন, কায়েতের ছেলে হয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার ‘অপরাধে’। দেহাবসানের পর, তাঁর পট শ্রীরামকৃষ্ণের পটের পাশে রাখা গর্হিত কাজ হবে কি না, এ নিয়ে বিশেষ দ্বিধান্বিত ছিলেন বহু বাঙালি রামকৃষ্ণ-ভক্ত। কাজেই, সেই ‘কায়েতের’ স্মৃতিতে মন্দির গড়ায় অর্থবান বাঙালিদের অনেকেই যে নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ দিতেও অসম্মত হবেন, এতে আর আশ্চর্যের কী! অপমানের মুখে কোনও দিন থেমে থাকেননি বিবেকানন্দ। থামেননি তাঁর সতীর্থরাও। দাতা ও অনুদানের হিসাব দিয়ে বিরজানন্দ লেখেন--- ‘তথাপি হতাশার কোনো কারণ নাই। অভীষ্ট লক্ষ্যে না পৌঁছানো অবধি এই সযত্নলালিত কর্মপরিকল্পনা ত্যাগ করা উচিত নহে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি যে, এই তহবিল উন্মুক্ত রাখা হইবে যাহাতে এইরূপ সকলকে সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে যাহারা স্বেচ্ছায় এই তহবিলে অনুদান করিতে ইচ্ছুক।’ এই হাল-না-ছাড়া মানসিকতার কারণে হোক, আরও উদ্যমী হওয়ার কারণে হোক, বা দাতাদের মনোভাবে পরিবর্তনের কারণে হোক, স্বল্প পরিমাণে হলেও মন্দির-নির্মাণের অর্থ জমা হতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৯১৬ সালে বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর বাস-রিলিফ মূর্তিটি (যা আজ আমরা মন্দিরের মূল গর্ভে দেখি)। পরবর্তীকালে বারকয়েক বিরতি-সহযোগে ১৯১৯ থেকে ১৯২৩-এর মধ্যে মন্দিরস্থাপনের দ্বিতীয় ও মূল পর্যায়ের কাজটি সম্পাদিত হয়। এই পর্যায়েরই শেষ ভাগে মঠ কর্তৃপক্ষ মন্দিরের দোতলায় একটি ওঁকার-প্রতীকযুক্ত বেদি করার সিদ্ধান্ত নেন (আজ যাকে আমরা স্বামীজির গর্ভমন্দিরের উপরের ওঁকার মন্দির বলে জানি)। সে নিয়েও এক গল্প আছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের সুলভ মূল্যে আহার দিবে ভারতীয় রেলওয়ে

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ০৮ টি স্টেশনে এই আহারের কাউন্টার উপলব্ধ

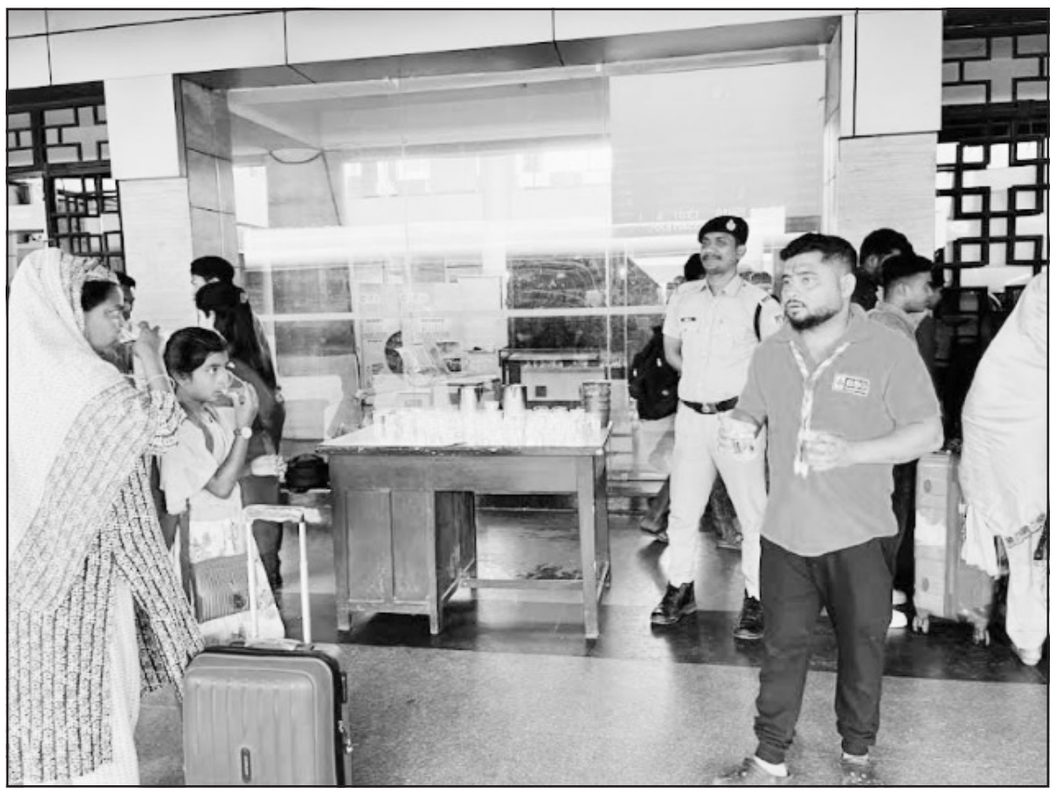

মালিগাঁও, ২৩ এপ্রিল, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিজেদের অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত সমস্ত রেলওয়ে স্টেশনে এবং দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে যাত্রীদের জন্য সুলভ মূল্যে আহার ও প্যাকেটজাত পানীয় জল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে ০৮ টি স্টেশন যেমন গুয়াহাটি, কামাখ্যা, রঙিয়া, নিউ কোচবিহার, কাটিহার, নিউ তিনসুকিয়া, নাহরলগুন এবং নিউ আলিপুরদুয়ারের ০৯ টি স্থান সহ সামার স্পেশাল ট্রেনগুলিতে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে, এর ফলে যাত্রীরা নিজেদের ভ্রমণের সময় গুণমানসম্পন্ন পরিষেবার অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। এই পদক্ষেপের মধ্যে জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস ও স্লিপার ক্লাস কোচগুলির সামনে পানীয় জলের বোতল রাখার পাশাপাশি দূর পাল্লার ট্রেনগুলির কোচের মধ্যেই এই ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে।

ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে জেনারেল কোচের যাত্রীদের ২০ টাকার সাশ্রয়ী মূল্যে সুলভ আহার এবং সাশ্রয়ী মূল্যে ২০০ এমএল জলের গ্লাস সহ ৫০ টাকার স্ন্যাক্স দেওয়ার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আইআরসিটিসি ভেন্ডররা প্যাকেটজাত আহার এবং পানীয় জলের ট্রে নিয়ে যাত্রীদের সহায়তার জন্য প্রস্তুত। এই পকেট-অনুকূল বিকল্পের ফলে যাত্রীরা নিজেদের প্রাথমিক চাহিদাগুলির জন্য উদ্বেগহীনভাবে ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন।

গত বছরে প্রায় ৫১টি স্টেশনে এই পরিষেবা সফলভাবে চালু করা হয়েছিল। এই সাফল্যের উপর নির্ভর করে রেলওয়ে এই কর্মসূচি উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত করেছে, যার ফলে বর্তমানে সমগ্র ভারতীয় রেলওয়ের ১০০টিরও বেশি স্টেশনে ১৫০টির কাছাকাছি কাউন্টার কাজ করছে। এই পদক্ষেপ আরও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে, নিকট ভবিষ্যতে আরও বেশি স্টেশনকে এই পরিষেবার আওতাভুক্ত করা হবে। বিশেষত যে সমস্ত যাত্রী জেনারেল ক্লাসের কোচে যাত্রা করেন তাঁদের জন্য এই কর্মসূচিটি উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়ে উঠবে। সহজে উপলব্ধ সুলভ মূল্যের খাদ্য ও স্ন্যাক্স ভ্রমণের সময় যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

হনুমান জয়ন্তীতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা রাজনাথ সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): মঙ্গলবার হনুমান জয়ন্তী। সেই উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন, হনুমান জয়ন্তীর পবিত্র দিনে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। পবনপুত্র হনুমানজি আমাদের সকলকে শক্তি এবং বুদ্ধি দিন। পাশাপাশি সেবা এবং সমর্পণের মনোভাবও দিন আমাদের। সকলের জীবন সুখী হোক ও মঙ্গল হোক। জয় বজরঙ্গবলী!

উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগেই পালিত হয়েছে পবিত্র রামনবমী তিথি। আর মঙ্গলবার দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে হনুমান জয়ন্তী।

মালয়েশিয়ার আকাশে দুটি হেলিকপ্টারের সংঘর্ষে নিহত ১০

মালয়েশিয়া, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): মালয়েশিয়ার আকাশে মুখোমুখি দুটি হেলিকপ্টারের সংঘর্ষ। তার জেরে মাঝ আকাশেই ভেঙে পড়ল দুটি হেলিকপ্টার। মৃত্যু হল কমপক্ষে ১০ জনের। জানা গিয়েছে, হেলিকপ্টার দুটি মালয়েশিয়ার নৌবাহিনীর।

ইতিমধ্যে মালয়েশিয়ার নৌবাহিনী এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৩২ মিনিটে রয়্যাল মালয়েশিয়ান নেভি প্যারেডের মহড়া চলাকালে মাঝ আকাশে দুটি হেলিকপ্টারের মধ্যে সংঘর্ষে ১০ জন নিহত হয়েছেন।

ভূমিকম্পে বারবার কাঁপলো তাইওয়ান, কম্পনের তীব্রতা ৬.৩

তাইপেই, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ভূমিকম্প এবং ভূমিকম্প পরবর্তী কম্পনের ফলে বার বার কেঁপে উঠছে তাইওয়ান। রিখটার স্কেলে সর্বোচ্চ কম্পনের মাত্রা ৬.৩।

গত কয়েকমাস আগেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সাক্ষী থাকে তাইওয়ান। ভেঙে পড়ে একের পর এক বহুতল। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই ফের আবার ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সাক্ষী তাইওয়ান। সবথেকে বড় ব্যাপার একরাতের মধ্যে অন্তত ৮০ বার কেঁপে উঠছে সে দেশের মাটি।

এই ভূমিকম্পের আফটার শক তাইওয়ানের রাজধানী শহর তাইপেই-এও অনুভূত হয়েছে। বেশ কিছু বহুতল ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেলেও এখনও পর্যন্ত ভূমিকম্পের কারণে হতাহতের ঘটনা প্রকাশ্যে আসেনি।

গুয়াহাটির ফ্যান্সিবাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ক্ষতিগ্রস্ত দুটি শো রুম

গুয়াহাটি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : গুয়াহাটি তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক এলাকা ফ্যান্সিবাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসমিয়া বস্ত্র প্রতিষ্ঠান পাট-মুগার একটি গার্মেন্টস শো রুম এবং জড়িওয়ালা ফ্যাশন হাউসের।

ঘটনা আজ মঙ্গলবার ভোরে ফ্যান্সিবাজারের কামার পট্টি এলাকার ডা. জেসি দাস রোডে। এদিন ভোরে আচমকা 'সিল্কালয়' নামের পাট-মুগার একটি গার্মেন্টস শো রুমে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। আগুনের গ্রাস করে লাগোয়া জড়িওয়ালা ফ্যাশন হাউসেও।

আগুন লাগার খবর পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে চারটি ইঞ্জিন নিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ছুটে যায় অগ্নিনির্বাপক বাহিনী। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আগুনের লেলিহান শিখা ছড়াতে পারেনি। ফলে রক্ষা পেয়েছে গোটা ডা. জেসি দাস রোড। এদিকে অগ্নিকাণ্ডের কারণ স্পষ্ট না হলেও প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক গোলযোগে আগুন ধরেছে। অগ্নিকাণ্ডে বহু লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় দফার লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে স্বাভাবিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিল আইএমডি:

প্রতি দফার ভোটের আগে তাপ প্রবাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ইসিআই টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল ২০২৪, পিআইবি।। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের (আই এম ডি) মহানির্দেশক নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছেন যে এ মাসের ২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে চলা দ্বিতীয় দফার সাধারণ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে তাপ-প্রবাহ নিয়ে চিন্তার খুব বেশি কারণ নেই। দ্বিতীয় দফায় যে ১৩টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট হতে চলেছে, এনিয়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস হলো আবহাওয়া বর্তমান সময়ের জন্য স্বাভাবিক থাকবে। দেশের কিছু অংশে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা এবং তাপপ্রবাহের সংবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, কমিশন আবহাওয়ার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সাথে বৈঠক করেছে এবং সাধারণ নির্বাচনের সময় দাবদাহ জনিত ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থাসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সোমবারের ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বিভাগীয় প্রধান এবং ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের (আইএমডি) মেট্রোলজি বিভাগের মহা নির্দেশক ও দুই নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার এবং শ্রী সুখবীর সিং সান্ধুউ

উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে:

১. নির্বাচন কমিশন , আবহাওয়া দফতর,, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত একটি টাস্ক ফোর্স গ্রীষ্মের তাপপ্রবাহ এবং আর্দতার প্রভাব পর্যালোচনা করতে এবং প্রতিটি দফার নির্বাচনের পাঁচ দিন আগে উদ্বেগজনক পরিবর্তনের উপর নজর রাখবে ও প্রয়োজনে প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলবে।

২. নির্বাচনী কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় প্রস্তুত হওয়ার জন্য রাজ্যগুলির স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ৩. কমিশন ১৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখের বর্তমান সুপারিশ অনুসারে সামিয়ানা, পানীয় জল, ফ্যান এবং অন্যান্য নিশ্চিত ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা সহ ভোটকেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের (সিইও) সাথে একটি পৃথক পর্যালোচনা বৈঠক করছে।

৪. ভোটকেন্দ্রগুলিতে তাপপ্রবাহের প্রভাব কমাতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (করণীয় ও বর্জনীয়) গ্রহণের জন্য জনসাধারণের মধ্যে আইইসি (তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ) কার্যক্রমের আয়োজন করবে।

কমিশন আবহাওয়ার সর্বশেষ অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং ভোটারদের পাশাপাশি ভোটকর্মী এবং নিরাপত্তা বাহিনী, নেতা, প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি ভোটারদের সুবিধা ও কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

প্রেক্ষাপট:

বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে কমিশন ইতিমধ্যেই ১৬-০৩-২০২৪ তারিখে সমস্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের 'তাপপ্রবাহের প্রভাব প্রতিরোধ' সম্পর্কিত একটি পরামর্শ জারি করেছে এবং ভোটকেন্দ্রগুলিতে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে কমিশনের স্থায়ী নির্দেশনা জারি করেছে যাতে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমস্ত প্রধান নির্বাচনী আধিকারিকদের তা মেনে চলতে বলা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং এনডিএমএ ইতিমধ্যেই তাপপ্রবাহ সম্পর্কিত সমস্যাগুলির ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কিত বিষয়ে পরামর্শ / নির্দেশিকা জারি করেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রক সমস্ত রাজ্যকে জনস্বাস্থ্য পরামর্শের অংশ হিসাবে রাষ্ট্রীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছে।

নিট এমডিএস-২০২৪-এ শীর্ষস্থান দখল অরুণাচলের ডা. ছাতোই সোশিয়ার, অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী খান্ডুর

ইটানগর, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : ন্যাশনাল ইলিজিবিলিট কাম এনট্রান্স টেস্ট ফর মাস্টার অব ডেন্টাল সার্জারি-২০২৪ (নিট এমডিএস)-এ শীর্ষস্থান দখল করেছেন অরুণাচল প্রদেশের ডাক্তার ছাতোই সোশিয়া। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাফল্যে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু ডা. সোশিয়াকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আজ সোমবার তাঁর মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু ডা. ছাতোই সোশিয়াকে মাস্টার অব ডেন্টাল সার্জারির জন্য জাতীয় যোগ্যতা তথা প্রবেশিকা পরীক্ষা ২০২৪ (এনইইটি এমডিএস)-য় মর্য্যাদাপূর্ণ সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম রেঙ্ক (তফশিলি উপজাতি বিভাগ) অর্জন করায় অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি অসামান্য কৃতিত্বের জন্য ডা. সোশিয়ার অসাধারণ নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করেছেন। ডা. সোশিয়ার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ডা. ছাতোই সোশিয়ার এই সাফল্য সারা দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবাদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা হিসেবে গণ্য হবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু।

আগ্রা-লখনউ হাইওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে বাস, মৃত ৪

কনৌজ, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): যাত্রী বোঝাই বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ৪ যাত্রী। আহত একাধিক।

মঙ্গলবার ভোরে উত্তর প্রদেশের কনৌজে আগ্রা-লখনউ হাইওয়েতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি বাস। উলটো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে বাসের সামনের অংশ ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। চালকের ঘুম পেয়ে যাওয়ায় যাত্রী বোঝাই বাসটি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে বলে প্রাথমিক অনুমান।

হনুমান জয়ন্তীতে পুরীতে হনুমানের ভাস্কর্য তৈরি বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েকের

পুরী, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): মঙ্গলবার দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে হনুমান জয়ন্তী। এবার হনুমান জয়ন্তীতে বালির ভাস্কর্য করে পবনপুত্রকে শ্রদ্ধা জানালেন ওডিশার বিখ্যাত শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক। হনুমান জয়ন্তীর সকালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বালু-শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক পুরীর সমুদ্র সৈকতে একটি অসাধারণ বালির ভাস্কর্য তৈরি করেছেন। হনুমানজির মুখমন্ডলের সঙ্গে তাঁর গদার আদলে বালির ভাস্কর্য দেখতে বহু পর্যটক ভিড় জমিয়েছেন সৈকতে।

চিথিরাই উৎসবে ভক্তদের ভিড় মাদুরাইয়ে

মাদুরাই, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): মাদুরাইয়ে মীনাক্ষী আম্মান মন্দির থেকে গত ১২ এপ্রিল শুরু হয়েছিল চিথিরাই উৎসব। যার শেষ পর্বের অনুষ্ঠান আয়োজিত হলো এদিন ভোরে। মাদুরাই শহরকে বলা হয় থুঙ্গা নাগারাম অর্থাৎ যে শহর কখনও ঘুমায় না। সেখানেই চিথিরাই উৎসবের অংশ হিসাবে এদিন সকালে ভাইগাই নদীতে লর্ড কাল্লাঝাগরের প্রবেশের সাক্ষী হতে সারা রাত জেগে রইলো গোটা

প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে আক্রমণ কল্যাণের, বার কাউন্সিলকে কল্যাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ কবীর শঙ্কর বসুর

হুগলি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুক কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগত স্তরে আক্রমণ শ্রীরামপুরের তৃনমূল প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জির। এমনই অভিযোগ করেছেন শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবীর শঙ্কর বসু।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারির ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্ট ২৩ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করেছে। এই নিয়ে বরিষ্ঠ আইনজীবী তথা শ্রীরামপুর লোকসভা আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জি বলেন, আদালতের এই সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টে স্থগিত হয়ে যাবে। আমি ৪৩ বছর ধরে ওকালতি করছি, আমি জানি যে হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ দেবে সুপ্রিম কোর্ট। তিনি এও বলেন, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আগে ব্রিফকেস নিয়ে পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতেন। অভিজিৎ বাবুর যখন ৫৬, ৫৭ বছর বয়স, তখন বৃদ্ধ বয়সে হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন। যে আইনজীবীর ভালো পসার তিনি ৫০ বছর বয়সে বিচারপতি হন না। এই বয়সে শুধুমাত্র সেই আইনজীবীরাই বিচারপতি হন, যারা কিছুই জানেন না, করতে পারেন না। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো লোকেরা বৃদ্ধ বয়সে তাঁবেদারি করে বিচারপতি হয়ে যান, যাতে সারাজীবন পেনশন পেয়ে কাটাতে পারেন।

প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন আপত্তিকর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের বরিষ্ঠ আইনজীবী তথা শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবীর শঙ্কর বসু। মঙ্গলবার তিনি হিন্দুস্থান সমাচার-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, তিনি বার কাউন্সিলের কাছে কল্যাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করছেন। কবীর বলেন, একজন প্রাক্তন বিচারপতি সম্পর্কে আরেকজন প্রবীণ আইনজীবীর কাছ থেকে এমন মন্তব্য প্রত্যাশিত নয়। কল্যাণ ধারাবাহিকভাবে অভিজিৎ বাবুকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে যাচ্ছেন। কল্যাণ অনেকের সঙ্গেই দুর্ব্যবহার করেছেন এবং এখনও করছেন। বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার উচিত বিষয়টি দেখা এবং কল্যাণ ব্যানার্জির এমন আচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

হনুমান জন্মজয়ন্তীতে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী যাদবের

ভোপাল, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : সারা দেশে মঙ্গলবার পালিত হচ্ছে হনুমানজির জন্মবার্ষিকী। মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব হনুমান জির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাজ্যের সমস্ত মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যম এক্স -এ পোস্ট করে তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, ' সংকট কটে মিটে সব পীড়া, জো সুমিরৌ হনুমত বলবীরা।...আমাদের সকলের আরাধ্য এবং প্রভু শ্রী রামের পরম ভক্ত শ্রী হনুমান জি মহারাজের জন্মজয়ন্তীতে সকল ভাই-বোনদের শুভ কামনা জানাচ্ছি।সকলে আপনার আশীর্বাদ পাক; আপনি সকলের মঙ্গল করুন, এটাই আমার প্রার্থনা। জয় বজরঙ্গবলী!'

হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে সমস্ত দেশবাসীকে হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন, দেশ জুড়ে আমার পরিবারের সবাইকে হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা। পবনপুত্রের সমর্পণের চেতনা সর্বদা সমস্ত রাম ভক্তদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। তাঁর কৃপায় বিকশিত ভারতের সংকল্প নতুন শক্তি পাবে, এটাই আমার কামনা। জয় বজরঙ্গবলী!

সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডেলে ভিডিও বার্তাতে হনুমানজির সম্পর্কে ভক্তিমূলক কথা বলতেও শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীকে।

গুরগাঁওয়ে আবর্জনার স্তূপে ভয়াবহ আগুন

গুরগাঁও, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): গুরগাঁওয়ের ল্যান্ডফিল সাইটে মঙ্গলবার ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় একাধিক দমকলের গাড়ি। আগুনের কারণে গুরগাঁও-ফরিদাবাদ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে লোকজন সমস্যায় পড়েন।

উল্লেখ্য, এর আগে গত রবিবার গাজীপুর ল্যান্ডফিল সাইটে আগুন লাগে। ১৪টি দমকলের গাড়ি আগুন নেভায়। জানা যায়, আবর্জনার স্তূপের একাংশ ভেঙ্গে যাওয়ায় ল্যান্ডফিল সংলগ্ন টিনের প্যানেল দিয়ে তৈরি দেয়ালও ধসে পড়ে।

নৈনিতালে বিধ্বংসী আগুন, পুড়ে ছাই জঙ্গলের একাংশ

নৈনিতাল, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): নৈনিতালের জঙ্গলে বিধ্বংসী আগুন। ভস্মীভূত জঙ্গলের একাংশ। মঙ্গলবার কুমায়ুন ডিভিশনের নৈনিতালে এই ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরেই জঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তে আগুন লাগার ঘটনা ঘটছে। খুরপাতাল, দেবীধুরা, লোহাঘাট এলাকাতেও দিনকয়েক আগে আগুন লেগেছিল।

মঙ্গলবার করণদিঘিতে জনসভা অমিত শাহর

করণদিঘি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): মঙ্গলবার রায়গঞ্জের করণদিঘি বিধানসভা এলাকায় নির্বাচনী জনসভায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রসাখোয়া হাইস্কুল মাঠে হবে এই জনসভা।

উল্লেখ্য, এদিনই আবার মালদায় রোড শো করবেন অমিত শাহ। মালদা কলেজ সংলগ্ন রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশ থেকে রোড শো শুরু হবে। রোড শো শেষ হবে পোস্ট অফিস মোড়ে।

হনুমান জয়ন্তীতে উজ্জয়িনীর বাবা মহাকালকে সাজানো হলো হনুমানজির রূপে

উজ্জয়িনী, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : রামভক্ত পবনপুত্র হনুমানজির জন্মজয়ন্তী মঙ্গলবার সারাদেশে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। এদিন সকাল থেকেই মন্দিরে মন্দিরে ভিড় রয়েছে। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে এদিন বাবা মহাকালকে হনুমানজির রূপে সাজানো হয়েছে। প্রথা অনুযায়ী চৈত্র শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে ভোর ৪ টে নাগাদ মহাকালেশ্বর মন্দিরের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভগৃহে ভগবানের পুজো করা হয়। এরপর ভগবান মহাকালকে জল দিয়ে অভিষেক করা হয়। দুধ, দই, ঘি, মধু ও ফলের রস দিয়ে তৈরি পঞ্চামৃত দিয়ে অভিষেক করা হয়।ভস্ম আরতির সময় ভগবান মহাকালকে হনুমানের রূপে সজ্জিত করা হয়েছিল। ফল দিয়ে মহাকালকে সাজানো হয়েছিল। সেইসঙ্গে একটি নতুন মুকুট এবং মালাও তাঁকে পড়ানো হয়েছিল।

গোয়ালপাড়ায় বাজেয়াপ্ত ৩৬.৬২ গ্রাম হেরোইন, গ্রেফতার দুই

গোয়ালপাড়া (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলা পুলিশ আজ সোমবার ভোররাত প্রায় দুটা নাগাদ অভিযান চালিয়ে ৩৬.৬২ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে। মাদক পাচারে জড়িত অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আজ সকালে জেলা পুলিশ সূত্রে এ খবর জানা গেলেও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। ধৃতদের নামধাম, জেলার কোথা থেকে তাদের আটক করা হয়েছে, হেরোইনগুলির বাজারমূল্য ইত্যাদি কোনও তথ্যই পুলিশের কাছে এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে সমস্ত দেশবাসীকে হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তিনি লিখেছেন, দেশ জুড়ে আমার পরিবারের সবাইকে হনুমান জয়ন্তীর শুভেচ্ছা। পবনপুত্রের সমর্পণের চেতনা সর্বদা সমস্ত রাম ভক্তদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। তাঁর কৃপায় বিকশিত ভারতের সংকল্প নতুন শক্তি পাবে, এটাই আমার কামনা। জয় বজরঙ্গবলী!

সোশ্যাল মিডিয়া এক্স হ্যান্ডেলে ভিডিও বার্তাতে হনুমানজির সম্পর্কে ভক্তিমূলক কথা বলতেও শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীকে।

চিথিরাই উৎসবে ভক্তদের ভিড় মাদুরাইয়ে

মাদুরাই, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): মাদুরাইয়ে মীনাক্ষী আম্মান মন্দির থেকে গত ১২ এপ্রিল শুরু হয়েছিল চিথিরাই উৎসব। যার শেষ পর্বের অনুষ্ঠান আয়োজিত হলো এদিন ভোরে।

মাদুরাই শহরকে বলা হয় থুঙ্গা নাগারাম অর্থাৎ যে শহর কখনও ঘুমায় না। সেখানেই চিথিরাই উৎসবের অংশ হিসাবে এদিন সকালে ভাইগাই নদীতে লর্ড কাল্লাঝাগরের প্রবেশের সাক্ষী হতে সারা রাত জেগে রইলো গোটা শহরবাসী।এই সময় তাদের মধ্যে অনেকেই ভাইগাই নদীতে স্নান করেন। গঙ্গার মত ভাইগাই নদীকেও পবিত্র বলে মনে করেন ভক্তরা।

দূষিত হচ্ছে শিপ্রা নদী, প্রতিবাদ উজ্জয়িনীর কংগ্রেস প্রার্থীর

উজ্জয়িনী, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): ভোট এলেই নদী সংস্কার নিয়ে প্রতিশ্রুতি। কিন্তু ভোট মিটলে আর প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়। এই অভিযোগেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ শুরু করলেন মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর কংগ্রেস প্রার্থী মহেশ পারমার।

মঙ্গলবার শিপ্রা নদীর ঘাটে বসে প্রতিবাদ শুরু করেন উজ্জয়িনীর কংগ্রেস প্রার্থী। তাঁর দাবি, এই শিপ্রা নদী মধ্যপ্রদেশের গর্ব। কিন্তু প্রশাসন নজর দিচ্ছে না, অবহেলার কারণে দূষিত হচ্ছে এই নদী। রাজ্যবাসীকে এই নদীটি রক্ষা করার জন্য প্রতিবাদে সামিল হওয়ার ডাকও দিয়েছেন তিনি।

ডিব্রুগড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় মা-মেয়ের মৃত্যু

ডিব্রুগড় (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : আপার আসামের ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত মরানে ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় এক মহিলা এবং তাঁর তিন বছর বয়সি মেয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহত মহিলাকে বিবি আখতার (৩৮) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁর মেয়ের নাম জানা যায়নি।

ঘটনা আজ মঙ্গলবার সকালে সংঘটিত হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, সোমবার রাতে বিবি আখতার গুয়াহাটি থেকে এএস ০১ কিউ ৩৮১৩ নম্বরের একটি চার চাকার গাড়ি ভাড়া করে মরানের খুমটাইয়ে অবস্থিত তাঁর নিজের বাড়ি যাচ্ছিলেন। কিন্তু যাত্রাপথে বাড়ির প্রায় কাছেই হাইওয়ের পাশ দণ্ডায়মান একটি ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হয় তাঁদের ছোট গাড়ির। সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বিবি আখতার।

ঘটনা দেখে পথচারী এবং স্থানীয়রা তাঁর ছোট্ট শিশুকে উদ্ধার করে

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চোখ রাঙাচ্ছে চোখের অসুখ

লাল চোখ অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে স্বাভাবিক জীবনে, ভাঁজ পড়ছে কপালে। চোখ ফোলা, লাল হয়ে যাওয়া, চোখ থেকে জল পড়া, পিচুটির জন্য চোখ খুলতে না পারা এবং সঙ্গে জ্বর, এই সমস্যাগুলো নিয়ে চক্ষু চিকিৎসকদের কাছে উপচে পড়ছে ভিড়। আক্রান্তদের মধ্যে সিংহভাগ স্কুলপড়ুয়া। ছোটদের থেকে আক্রান্ত হচ্ছেন অভিভাবকেরাও।

ছড়িয়ে পড়ছে পরিবারের অন্যান্য ছোটবড় সদস্যদের মধ্যে।

চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডা. সুমিত চৌধুরী বললেন, "দিন পনেরো-কুড়ির মধ্যে প্রায় পঞ্চাশজন এই সমস্যা নিয়ে এসেছেন! অসুখটি কনজাংটিভাইটিস। নামটা কম-বেশি সকলের কাছে পরিচিত। কখনও ভাইরাসের কারণে, কখনও অ্যালার্জির কারণে হয়। এ বারে হচ্ছে মূলত ভাইরাসের (অ্যাডিনো ভাইরাস) কারণে। তবে হঠাতকরে এর বাড়বাড়ন্ত ভাবাচ্ছে। যদিও গত বছর দুর্গাপুজোর পর থেকে ছোটদের মধ্যে শুরু হয়েছে এই সমস্যা। বাবা-মায়েরা বাচ্চাদের নিয়ে আসছিলেন জ্বর-সহ এবং চোখে ছোট ছোট হেমারেজ স্পট হচ্ছিল। অ্যান্টিবায়োটিক ও লুব্রিক্যান্ট ড্রপ দিলে ৭-১০ দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাচ্ছিল। বাড়বাড়ন্ত শুরু হল সম্প্রতি প্রচণ্ড প্রচণ্ড গরমের পরে বর্ষা শুরু হতেই।" এই ছোঁয়াচে অসুখ ছড়াচ্ছে দ্রুত। অন্ধত্বের ভয় নেই বটে, কিন্তু সচেতন হতে হবে সংক্রমণ আটকাতে। মারাত্মক ছোঁয়াচে হওয়ায় স্কুলে একটি বাচ্চার হলে তার থেকে গোটা ক্লাসের বাচ্চাদের সংক্রামিত হতে সময় নেয় না।

রোগের লক্ষণ

সংক্রমণ আটকাতে

কনজাংটিভাইটিস দ্রুত ছড়ায়। লক্ষণগুলো দেখা দিলে দেরি না করে চিকিতকের কাছে যাওয়াই শ্রেয়। চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডা. শান্তনু মণ্ডল বললেন, "এই সময় বারবার চোখ জল দিয়ে ধুয়ে নিলে ভাইরাল লোড কমবে। এই সময়ে চোখ চুলকাবেই। কিন্তু হাত ধুয়ে চোখে হাত দেবেন। তা হলে ক্ষতি নেই। না হলেই সংক্রমণ হবে। আমরা তো লক্ষ লক্ষ রোগী দেখি, কিন্তু আমাদের হয় না কেন? কারণ চোখে হাত দিই না। এ কথা বড়রা বুঝলে বা মেনে চললেও, ছোটদের সামলানো কঠিন। তাই তাদের দিকে অভিভাবকদের নজর রাখা জরুরি। ডাক্তার না দেখিয়ে কোনও স্টেরয়েডজাতীয় আইড্রপ দিতে যাবেন না। আর এই সময়ে ছোটদের স্কুলে বা সুইমিং পুলে পাঠাবেন না। এই দুটো জায়গা থেকেই এই রোগ ছড়ায় বেশি।" বয়স যা-ই হোক না কেন, আক্রান্তকে আলাদা করে রাখতেই হবে।

সাধারণত কনজাংটিভাইটিস হলে ছোটরা থাকতে না পেরে বারবার চোখে হাত দিয়ে ফেলে। সেই হাত দিয়ে বইখাতা ধরবে, ডেস্কে হাত দেবে, বন্ধুর হাত ধরবে। বন্ধু আবার তার হাত চোখে দেবে। এই ভাবেই রোগ ছড়িয়ে যায়। এই ভাবেই বেশ কিছু স্কুল, গোটা ক্লাস এই রোগে সংক্রামিত হচ্ছে। "বাড়িতে যদি কারও কনজাংটিভাইটিস হয়, সে ছোটই হোক বা বড়, তার তোয়ালে, গামছা অন্য কেউ ব্যবহার করবেন না। তার বিছানার চাদর, বালিশ যাবতীয় জিনিস আলাদা করে দিতে হবে। সেরে না ওঠা পর্যন্ত বাড়ির ভিতরেই রাখুন সন্তানকে। এই সময়ে চোখের পাতা আটকে যায়, ফুলে যায় বলে চোখ খুলতে অসুবিধে হয়। আলো পড়লেই চোখ বন্ধ হয়ে যায়, যা বেশ যন্ত্রণাদায়ক। এর জন্য গরম জলে তুলো ভিজিয়ে চোখ মুছে দিতে পারেন। এতে চোখ খুলতে সুবিধে হবে। পরীক্ষা দেওয়া, প্রজেক্ট জমা ইত্যাদি যা-ই থাকুক না কেন বাচ্চাদের এই সময়ে স্কুলে পাঠাবেন না," বললেন ডা. চৌধুরী। কনজিংটিভাইটিস থেকে চোখের কর্নিয়ার ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা থাকে। এই বিষয়ে ডা. মণ্ডল বললেন "কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তার জন্য মাইল্ড স্টেরয়েড দেওয়া হয়। যদিও ইতিমধ্যে আমি যতজন রোগী দেখেছি, কারওরই কনজাংটিভাইটিস হওয়ার জন্য কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।" একই আশ্বাস দিলেন ডা. চৌধুরীও। তবে চোখ পুরোপুরি স্বচ্ছ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত স্কুলে পাঠাবেন না। বরং পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিলে সন্তান সারবেও তাড়াতাড়ি।

সাধারণত সিজন চেঞ্জের সময়ে এই অসুখটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদিও সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে যায়। তবে এই ক'টা দিন বন্ধু, খেলা, মোবাইল, কম্পিউটার সব ফেলে একরাশ অস্বস্তি ও যন্ত্রণা নিয়ে ঘরবন্দি থাকতে হচ্ছে ওদের। তাই সময়মতো ওষুধ খাওয়ানো বা আইড্রপ দেওয়ার পাশাপাশি অভিভাবকদের মানসিক ভাবে ছোটদের পাশে থাকতে হবে। বোঝাতে হবে কয়েক দিনের বিরতির পরে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে তারা।

আদা দীর্ঘদিন টাটকা রাখার উপায়

সলা হিসেবে তো বটেই, গলা খুসখুস কিংবা ঠান্ডা-কাশিতে আরাম পেতেও এক টুকরো আদা যথেষ্ট। এ কারণে অনেকেই

অনেকেই একসঙ্গে বেশ অনেক খানি আদা কিনে রেখে দেন।

কিন্তু আদা সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঘরোয়া পদ্ধতিতে আদা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার কিছু উপায় জেনে নিন।

ফ্রিজে রাখুন: আদা দীর্ঘদিন সতেজ রাখতে চাইলে খোসা সহ গোটা আদা ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। কোনো এয়ারটাইট কৌটা বা প্লাস্টিকের জিপ লক ব্যাগে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। এতে অনেক দিন পর্যন্ত ঠিক থাকবে। এ ছাড়া, আদা কাগজের ব্যাগে কিংবা পেপার টাওয়েলেও মুড়িয়ে ফ্রিজে রাখতে পারেন।

ডিপ ফ্রিজে রাখুন: আদার খোসা ছাড়িয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে নিন অথবা গ্রেট করে নিন। একটা ট্রে-র উপরে পার্চমেন্ট পেপার পেতে তাতে গ্রেট করা আদা ছড়িয়ে দিন। এবার এই আদার ট্রে ডিপ ফ্রিজে রাখুন। আদা জমে গেলে এয়ারটাইট কৌটায় ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। ফ্রোজেন আদা ৪ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া, ভ্যাকিউম সিল ব্যাগে আদা ভরেও ফ্রিজারে রাখতে পারেন। আদা বাটা: আদার খোসা ছাড়িয়ে বেটে নিন। অল্প পরিমাণ পানি বা তেল দিয়ে বাটতে পারেন। একটি পরিষ্কার, বায়ুরোধক বয়ামে আদার পেস্ট ভরে ফ্রিজে রাখুন। খেয়াল রাখবেন যেন সঠিকভাবে বন্ধ থাকে কন্টেনার। এই উপায়ে প্রায় ১ থেকে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত ভালো থাকে আদা বাটা।

লেবুর রস: আদার খোসা ছাড়িয়ে এয়ার টাইট কৌটায় রাখুন। উপর থেকে ভিনেগার বা লেবুর রস ছড়িয়ে দিন। কৌটার ঢাকনা বন্ধ করে ফ্রিজে রেখে দিলে বেশ অনেক দিন আদা ফ্রেশ থাকবে। তবে খাওয়ার আগে এই আদার টুকরো ভালো করে ধুয়ে নেবেন।

কোন কোন শারীরিক সমস্যায় হাই ওঠে?

সারা দিন হাড়ভাঙা খাটনির পর নিজের বিছানায় পিঠ ঠেকানো মাত্রই হাই উঠতে থাকে। আবার দুপুরে ভালমন্দ খাওয়ার পরই কাজে ফেরা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ, পেটভর্তি হলেই বার বার হাই উঠতে থাকে। রাতে ভাল ঘুম না হলেও সারা দিন ধরে হাই উঠতে থাকে অনেকের। তবে চিকিতকেরা বলছেন, শুধু ঘুম পাওয়া বা অত্যধিক পেট ভর্তি হয়ে যাওয়াই হাই ওঠার কারণ হতে পারে না।

মিনিট পনেরোর ব্যবধানে তিন বার বা তার বেশি হাই উঠতে থাকলে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে।

১) অনিদ্রা

এক আধটা দিন রাত জেগে গল্প করলে বা সিনেমা দেখলে পরের দিন সকাল থেকে ক্লান্ত লাগতেই পারে। ঘুমে আছন্ন হয়ে বার বার হাইও উঠতে পারে। কিন্তু "স্লিপ অ্যাপনিয়া" বা "ইনসমনিয়া"র মতো সমস্যা থাকলে কিন্তু নিয়মিত ঘুমে আসতে সমস্যা হয়। তাই অতিরিক্ত হাই উঠলে সাবধান থাকা উচিত।

২) ওষুধের প্রভাব

নির্দিষ্ট কোনও ওষুধের প্রভাবেও অতিরিক্ত হাই উঠতে পারে। কাশির কমানোর বা স্নায়ুর কোনও রোগের ওষুধ খেলে আচ্ছন্ন ভাব থাকে অনেকেরই।

৩) মস্তিষ্কে ক্লান্তি

মাথার অতিরিক্ত পরিশ্রম হলেও হাই ওঠা স্বাভাবিক। এ ছাড়াও পার্কিনসন্স বা স্কেলেরোসিসের মতো রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অত্যধিক হাই উঠতে দেখা যায়।

৪) উদ্বেগ

চিকিৎসকেরা বলছেন, অত্যধিক মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের মধ্যে থাকলেও অতিরিক্ত হাই ওঠে অনেকের। কোনও বিষয় নিয়ে মনের মধ্যে ভয়ের উদ্রেক হলেও এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৫) হার্টের সমস্যা

শরীরে অক্সিজেনের জোগান অব্যহত রাখতে অনেক সময়েই অতিরিক্ত হাই উঠতে দেখা যায়। পর্যাপ্ত অক্সিজেন না পৌঁছলে হার্টের রোগ দেখা দিতে পারে। তাই হার্টের সমস্যার অন্যান্য লক্ষণের পাশাপাশি যদি অতিরিক্ত হাই ওঠে তবে দেরি না করে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ডিম-দুধ একসঙ্গে খেলে হতে পারে হজমে সমস্যা

দিনে বেশ কয়েকটি ডিম খেয়ে থাকেন স্বাস্থ্য সচেতনরা। এর পাশাপাশি নাস্তা বা রাতে ঘুমানোর আগে এক গ্লাস দুধ অভ্যাস অনেকেরই আছে। আবার জিমে গিয়ে যারা নিয়মিত মাসল বিল্ড আপের চেষ্টা করছেন তাদের অনেকেই দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়েও খেয়ে নেন।

নিঃসন্দেহে এই দুটি খাবার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। তবে ডিম আর দুধ একসঙ্গে খেলে কী হয় তা অনেকেরই অজানা। যদিও এ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে।

অনেকের মতে, ডিম আর দুধ একসঙ্গে খেলে হজমে সমস্যা হতে পারে। তবে যাদের হজমজনিত সমস্যা নেই তারা এই দুটি খাবার একসঙ্গে খেতে পারেন। দুধ-ডিমে স্বাস্থ্যকর ও উচ্চমাত্রায় প্রোটিন সমৃদ্ধ। তবে পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, একসঙ্গে দুধ ও ডিম খেলে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, দুধ আর ডিম একসঙ্গে খেলে কী কী সমস্যা হতে পারে-

আসলে ডিম-দুধ উভয়ই হেলদি ফ্যাট, প্রোটিন, অ্যামিনো অ্যাসিড ও ক্যালসিয়ামে পরিপূর্ণ। যা শরীর ও মস্তিষ্কের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আয়ুর্বেদ মতে, একসঙ্গে দুই রকম প্রোটিন খেলে হজমে সমস্যা হতে পারে। যেমন- পেট ফুলে থাকা, অস্বস্তি, পেটে ব্যথা, এমনকি ডায়রিয়াও হতে পারে। অনেক সময় ত্বকেও ইনফেকশন হতে পারে।

তবে বেকিং বা রান্নার ক্ষেত্রে ডিম-দুধের মিশ্রণের কোনো পার্শ-প্রতিক্রিয়া হয় না। তবে ভুলেও দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খাবেন না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খেলে হজমের সমস্যা শুরু হয় ও সালমোনেলারমতো রোগও হতে পারে। দুধ-কাঁচা ডিম একত্রিত করলে ফুড পয়েজনিং ও বায়োটিনের ঘাটতি হতে পারে।

এ কারণেই দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিয়ে খাওয়া উচিত নয়। দিনের পর দিন এটি খেলে কোলেস্টেরলের ঝুঁকি বাড়ে। তবে রান্না ছাড়া ডিম-দুধ না খাওয়াই ভালো। এই দু"ধরনের প্রোটিন খাওয়ার মধ্যে অন্তত এক ঘণ্টা গ্যাপ রাখা ভালো। তাহলে হজম ভালো হবে।

ওজন বাড়াবে যে খাবারগুলো

বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির ওজন স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে ১৫-২০ শতাংশ কম হলে তাকে কম ওজনের অধিকারী বলা হয়। যাদের বয়স অনুযায়ী শরীরের ওজন অনেক কম, তাদের চিন্তার শেষ থাকে না।

তাই ওজন বাড়াতে চাইলে নিচের খাবারগুলো খেতে পারেন-

কলা: সুস্বাদু ফল কলা ওজন বাড়াতে সহায়ক। পটাশিয়াম, কার্বোহাইড্রেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান মিলবে এতে। একটি কলায় ১০০ ক্যালরির বেশি থাকে।

পিনাট বাটার: দোকানে বাদামের বাটার কিনতে পাওয়া যায়। চাইলে চিনাবাদাম পিষেও পেস্ট বানানো যায়। প্রতিদিন সকালের নাশতায় এ খাবারটি খেলে ওজন বাড়বে নিশ্চিত।

ডিম: ডিমে মধ্যম মানের ক্যালরি, উচ্চমাত্রার ভিটামিন এ, ডি ও ই আছে। ডিম একটি খেলেই বেশ পেট ভরে যায়। প্রতিদিন ডিম খেলে ওজন বাড়ে।

পনির: পনিরে উচ্চমাত্রার ফ্যাট থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। সবজির তরকারিতেও পনির মিশিয়ে খেতে পারেন।

সামুদ্রিক মাছ: চর্বিযুক্ত সামুদ্রিক মাছে ওজন বাড়ে। আর খাবার হিসেবে তা খুবই পুষ্টিকর। ওজন বাড়াতে চাইলে সামুদ্রিক মাছ খেতে পারেন।

বাদামি চাল: এই চালে কার্বোহাইড্রেটে ভরপুর। আরও আছে স্বাস্থ্যকর ফাইবার। আবার পাস্তা বা বাদামি রুটিতেও উদ্দেশ্য সফল হবে। তাই এ চালের ভাত খাওয়ার অভ্যাস করুন।

মুরগি: মাঝারি আকারের এক টুকরো মুরগির মাংসে ১০০ ক্যালরি থাকে। যদি বেশি বেশি ক্যালরি পেতে চান তো মুরগির বুকের মাংসের ওপর ভরসা করতে পারেন।

আলু: আলু একটি উতৃষ্ট খাবার। কার্বোহাইড্রেটপূর্ণ এ সবজিতে আছে ভিটামিন সি আর ফাইবার। স্বাস্থ্যকর খাবারটি খুব দ্রুত কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মতভাবে আপনার ওজন বাড়িয়ে দেবে।

এ ছাড়াও খাবার খাওয়ার সময় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন- একসঙ্গে অনেকটা খাওয়া: সারাদিনে তিনবার খান। একসঙ্গে অনেকটা খাবার খেয়ে নেন। এতে বিপাকীয় হার স্লথ হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর তা না হলে ওজন বাড়বে না। তাই তিনবার না খেয়ে বারে বারে খাবার খান। ফ্যাট জাতীয় খাবার: ফ্যাট জাতীয় খাবার বেশি করে পাতে রাখুন। এর মধ্যে বেছে নিন বাদাম, বীজ জাতীয় খাবার। এগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যকর ফ্যাটের পরিমাণ বেশি। এটি রোগা শরীরের জন্য বিশেষভাবে জরুরি। খিদে বাড়ানোর খাবার: খিদে বেড়ে যায়, এমন খাবার বেশি করে খান। আদা, রসুন, দারচিনি, গোলমরিচের মতো মশলাগুলো পিত্তরস-সহ বেশ কিছু উৎসেচকের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। এতে খিদেটাও বেশ তাড়াতাড়ি আসে। মানসিক চাপ কমান: মানসিক চাপ অনেক সময় ওজন বাড়িয়ে তোলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই মানসিক চাপ কমানোর চেষ্টা করুন। এর জন্য ডিপ ব্রিদিংয়ের সাহায্য নিতে পারেন।

পকেটে থাকা ফোন বেজে উঠলেই বুক কেঁপে ওঠে? কোন রোগের লক্ষণ

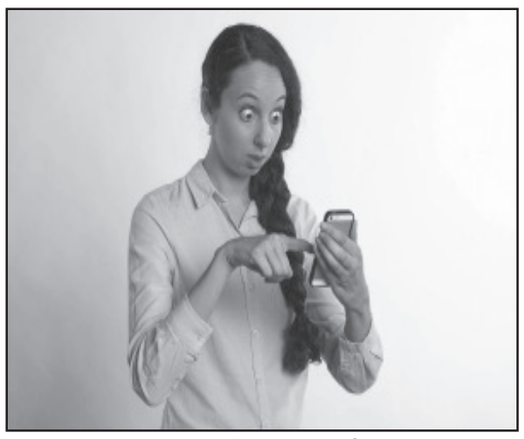

ঘুমের মধ্যে রাত-বিরেতে হঠাৎ ফোন বাজতে শুনলেই বুক ধড়ফড় করে ওঠে। সাধারণত বিপদের কোনও খবর না হলে এমন সময়ে কারও ফোন আসে না। কিন্তু খাট থেকে নেমে যে ফোন ধরবেন, সে উপায় নেই। ভয়ে এমন সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল যে ফোন ধরতে গেলেও হাত থেকে পড়ে একাকার অবস্থা। আবার ঊর্ধ্বতনের নাম ফোনের পর্দায় ফুটে উঠতে দেখলেই কেউ কেউ ভয়ে সিঁটিয়ে যান। হাতের সামনে ফোন থাকা সত্ত্বেও ধরতে ভয় পান। মনোবিদেরা বলছেন, এ ধরনের উদ্বেগ বা ভয়কে চিকিতা পরিভাষায় "ফোন অ্যাংজাইটি" বা "টেলিফোবিয়া" বলা হয়। শুধু বড়দের নয়, ছোটদের ক্ষেত্রেও এমন সমস্যা হতে পারে। স্কুল থেকে বা গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে মা-বাবার কাছে ফোন আসতে দেখলে এমন সমস্যা শিশুদেরও হতে পারে। অনেকেই এই সমস্যাটিকে রোগের পর্যায়ে ফেলতে চান না। বুঝে উঠতে পারেন না, এটি আদৌ কোনও সমস্যা কি না। তবে ২০১৯ সালে করা একটি সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে, লন্ডনের বেশির ভাগ অফিস কর্মীই এমন উদ্বেগের সম্মুখীন হয়েছেন। যার প্রভাবে পেশাগত জীবন তো বটেই, ব্যক্তিগত জীবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এ ধরনের উদ্বেগের লক্ষণগুলি কি বাইরে থেকে বোঝা যায়?

১) হাতের কাছে ফোন থাকা সত্ত্বেও ফোন ধরতে ভয় পাওয়া।

২) এ ধরনের সমস্যা হলে ফোন ধরে কী বলবেন, তা বুঝতে পারেন না অনেকেই।

৩) ফোনে কথা বলার পরেও সেই আতঙ্ক তাড়া করে বেড়ায়।

যে খাবারে রাতে ঘুম হবে গভীর

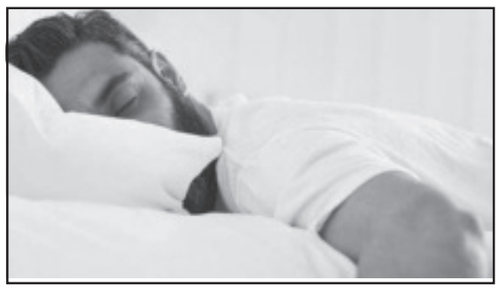

রাতে ঘুম কম হলে তার প্রভাব শরীরে পড়বেই। যেমন- সারাদিন মাথা ঝিম ঝিম করা, চোখের নিচে কালি পড়া, কাজে মনোযোগ না থাকা, ত্বক নিষ্প্রাণ হয়ে পড়া ইত্যাদি সমস্যা ঘুম না হওয়ার কারণেই দেখা দেয়। টানা নিদ্রাহীনতা হতে পারে আরও বড় কোনো অসুখের কারণ। কম ঘুম তাই আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু পাঁচ খাবারে আপনার এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। হালকা গরম দুধ হালকা গরম দুধ স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। হালকা গরম দুধ পান করলে শরীরে আরাম হয়, যার ফলে অস্থিরতা দূর হয় এবং ঘুম ভালো হয়। দুধে ট্রিপটোফান এবং মেলাটোনিনের মতো উপাদান থাকার কারণে ঘুম আসতে সমস্যা হয় না। রাতে ঘুমানোর আগে এটি খেলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। আখরোট আখরোট খেলে ভাল ঘুম হয়। আখরোটের মতো বাদাম মেলাটোনিনের ভাল। আখরোটে ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা ভাল হতে সাহায্য করে। এছাড়াও, এগুলোতে আলফা লিনোলিক অ্যাসিড রয়েছে যা এক ধরণের ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এটি শরীরে ডিএইচএ-তে রূপান্তরিত হয় যা অনিদ্রা দূর করে। বার্লি ভালো ঘুম পেতে বার্লি গ্রাস অত্যন্ত উপকারী। এই উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে- ক্যালসিয়াম, ট্রিপটোফ্যান, জিঙ্ক, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম যা স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সহায়তা করে। কলা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী কলা। কলাকে ম্যাগনেসিয়াম, ট্রিপটোফ্যান, ভিটামিন বি৬, কার্বোহাইড্রেট এবং পটাসিয়ামের মতো উপাদানের ভাণ্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনিদ্রা দূর করতে অত্যন্ত সাহায্য করে কলা। কুমড়ার বীজ কুমড়ার বীজ অনিদ্রার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। কুমড়ার বীজ ট্রিপটোফ্যানের একটি ভাল উৎস। এছাড়া কুমড়ার বীজে জিঙ্ক, কপার এবং সেলেনিয়ামের মতো পুষ্টিকর উপাদান পাওয়া যায়। এ সমস্ত উপাদান গভীর ঘুম আনতে সাহায্য করে।

রাজস্থানের মোধোপুরের সভা থেকে কংগ্রেসকে তীব্র নিশানা প্রধানমন্ত্রীর

মোধোপুর, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার রাজস্থানের টঙ্ক-সাওয়াই মোধোপুরের উনিয়ারাতে আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এবং রাজ্যের জনগণের কাছে আবেদন করেছেন যে দেশের লুটপাটকারীদের একটি পাঁঞ্জাও যাতে রাজস্থান থেকে দিল্লি না আসে তা নিশ্চিত করা আপনাদের কর্তব্য।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভজন লাল শর্মা, রাজস্থানের মন্ত্রী শ্রী কিরোরি লাল মীনা এবং টঙ্ক-সাওয়াই মাধোপুর লোকসভার প্রার্থী শ্রী সুখবীর সিং জৌনপুরিয়া এবং অন্যান্য নেতারা জনসভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই হনুমান জন্মোৎসব উপলক্ষে সমগ্র দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি কংগ্রেসকে দলিত বিরোধী এবং অনগ্রসর বিরোধী বলে অভিযুক্ত করে তীব্র নিশানা করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ সারা দেশে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে রামভক্ত হনুমানজির জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। বীর মহাবীর বজরঙ্গবলীর জন্মবার্ষিকীতে সাহসী পুরুষদের দেশ সাওয়াই-মাধোপুরে আমার আসার সৌভাগ্য হয়েছে। সভা শুরু হওয়ার পরও এখনও প্যান্ডেলে প্রচুর মানুষ আসছেন। দেশের মানুষের ভারতের জন্য একটি শক্তিশালী সরকার গড়ার আস্থা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দেশজুড়ে ফের একবার মোদী সরকারের স্লোগান আবারও ধ্বনিত হচ্ছে। সীমান্তে দাঁড়িয়ে সজাগ প্রহরীর মতো দেশকে রক্ষা করেছে রাজস্থান। একটি সুরক্ষিত রাষ্ট্র এবং একটি স্থিতিশীল সরকার দেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা রাজস্থানের মানুষ ভালো করেই জানে। দেশে শক্তিশালী সরকার গঠন করার জন্য ২০১৪ এবং ২০১৯ সালে রাজস্থানের মানুষজন একজোট হয়ে রাজ্যের ২৫ টি আসনে নিজেদের আশীর্বাদ বিজেপিকে দিয়েছিল। এই ঐক্য রাজস্থানের সবচেয়ে বড় মূলধন। যখনই ভারতের মানুষ নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়েছে, তখনই দেশের শত্রুরা তার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। এখনও রাজস্থানের মানুষকে বিভক্ত করার চেষ্টা চলছে, যার কারণে রাজস্থানের জনগণকে সতর্ক হতে হবে।

মাননীয় মোদী বলেছিলেন যে গত ১০বছরে, দেশ দেখেছে যে একটি স্থিতিশীল এবং সৎ সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য কী করতে পারে। ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি। গত ১০ বছরে দেশের ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভোটারদের সঠিক ভোট দেওয়ার কারণে দেশে এত বড় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিজেপি সরকারের অধীনে, গরীবরা বিনামূল্যে রেশন পেয়েছে, স্থায়ী ঘর পেয়েছে এবং তাদের গ্যাস জ্বলেছে। ২০১৪ সালে, দেশের মানুষ মোদীকে দিল্লিতে সেবা করার সুযোগ দিয়েছিল, সেই কারণে দেশ এই অকল্পনীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যদি কংগ্রেস ২০১৩ এর পরেও ক্ষমতায় থাকত, তাহলে এখনও জম্মু ও কাশ্মীরে বাহিনীর উপর পাথর ছোঁড়া হত, শত্রুরা সীমান্তের ওপার থেকে এসে আমাদের জওয়ানদের শিরচ্ছেদ করে নিয়ে যেত এবং কংগ্রেস সরকার কিছুই করত না। কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলে ওয়ান র‍্যা ওয়ান পেনশন কার্যকর হতো না বা প্রাক্তন সেনারা ১ লাখ কোটি টাকা পেতো না এবং দেশে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ অব্যাহত থাকত। রাজস্থানে যারা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তাদের রক্ষা করে গুরুতর পাপও করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সরকারে থাকলে করোনার সময় কেউ বিনামূল্যে রেশন বা বিনামূল্যে ভ্যাকসিনের ডোজ পেত না এবং দেশে মূল্যবৃদ্ধির জন্য হাহাকার পড়ে যেত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলে দেশের বিপদের মধ্যেও নিজেদের সুবিধা খুঁজতো। কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন যে ক্ষত দিয়েছে রাজস্থানের মানুষ তা ভুলতে পারবে না। মহিলাদের উপর অত্যাচারে কংগ্রেস রাজস্থানকে প্রথম স্থানে নিয়ে এসেছিল এবং কংগ্রেস নেতারা বিধানসভায় নির্লজ্জ বক্তব্য দিতেন। এসব আপত্তিকর ও নির্লজ্জ বক্তব্য কংগ্রেস নেতাদের শোভা পায় না। টঙ্কের এই অসামাজিক লোকদের কার্যকলাপের জন্য এখানকার শিল্প-কারখানা বন্ধ ছিল কিন্তু এখন জনগণ শ্রী ভজন লালের সরকার গঠন করেছে এবং রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর মাফিয়া ও অপরাধীরা রাজস্থান ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি পেপার লিক মাফিয়ারাও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অপরাধী এবং দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, রাজ্যের বিজেপি সরকার এদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

মাননীয় মোদী বলেন যে, কয়েকদিন আগে কংগ্রেস শাসিত কর্ণাটকে এক দোকানদারকে মারা হয়েছিল হনুমান চালিসা শোনার জন্য। কংগ্রেসের শাসনকালে হনুমান চালিসা শোনা এবং ধর্মবিশ্বাস মেনে চলাও অপরাধ। এর শিকার হয়েছে রাজস্থান। কংগ্রেস নেতারা ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু তাদের সমর্থকরা যারা হনুমান চালিসা শোনে তাদের আক্রমণ করা হয়। বিজেপির শাসনকালে রাজস্থান জুড়ে রামনবমী মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের আমলে রামনবমীর মিছিল নিষিদ্ধ ছিল। যারা মিছিলে পাথর ছুড়েছিল তাদের কংগ্রেস সুরক্ষা দিয়েছিল। কংগ্রেস আবার দাঙ্গা করেছিল মালপুরা, করৌলি, ছাপড়া, টঙ্ক এবং যোধপুরে। এ রাজ্যের মানুষ তাদের কখনো ক্ষমা করবে না। বিজেপি সরকার আসার পর হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস কারোর নেই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, রাজস্থান থেকে আমার বক্তৃতায় কংগ্রেসে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। কংগ্রেস জনগণের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে বিলিয়ে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র করছে। আমি যখন কংগ্রেসের তোষণের রাজনীতির কথা বলছি, কংগ্রেস তখন আমাকে কটাক্ষ করছে। কংগ্রেস সত্যকে এত ভয় পায় কেন? কংগ্রেস কি তার নীতি আড়াল করার চেষ্টা করছে। গোপন এজেন্ডা ফাঁস হওয়ার পর থেকেই কংগ্রেস ভয়ে আছে। কংগ্রেস ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতিতে আবদ্ধ। তারা বাবা সাহেবের সংবিধানেরও তোয়াক্কা করে না। কংগ্রেস জনসাধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তি এবং অর্থ বাজেয়াপ্ত করার কথা বলছে। জনগণ রাজস্থান থেকে কংগ্রেসকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মাননীয় মোদী বলেন, কংগ্রেস সংবিধান নিয়ে খেলার চেষ্টা করেছে। সংবিধান প্রণয়নের সময় ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণের প্রবল বিরোধিতা হয়েছিল, কিন্তু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ঠিক এর উল্টো কাজ করেছিলেন। তার বক্তব্য কারো কাছে গোপন নেই। যেখানে তিনি বলেছিলেন দেশের সম্পদের ওপর প্রথম অধিকার কার? এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়, কংগ্রেসের সবসময় তোষণের চিন্তাভাবনা। ২০০৪ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই, এটি প্রথমে অন্ধ্রপ্রদেশে তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণের কোটা কমিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এটি ছিল ওদের একটি পাইলট প্রকল্প, যা কংগ্রেস সারা দেশে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল। ২০০৪ থেকে ২০১০ এর মধ্যে, কংগ্রেস ৪ বার এই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আইনি বাধা এবং সুপ্রিম কোর্টের জন্য কংগ্রেস তার পরিকল্পনায় সফল হতে পারেনি। কংগ্রেস ২০১১ সালেও একই রকম চেষ্টা করেছিল। কর্ণাটকেও কংগ্রেস একইরকম চেষ্টা করেছিল। সংবিধান পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিল সেখানেই। কিন্তু মোদী সংবিধান বোঝেন, মোদী সংবিধানের প্রতি নিবেদিত এবং মোদী এমন একজন ব্যক্তি যিনি বাবা সাহেব আম্বেদকরকে উপাসনা করেন। সত্য হল যে কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোটের দলগুলো তাদের শাসনকালে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির জন্য তাদের নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে আলাদা সংরক্ষণ দিতে চেয়েছিল, এটা সংবিধানে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কংগ্রেসের এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে, এটাই মোদীর গ্যারান্টি যে দলিত এবং অনগ্রসর শ্রেণীর সংরক্ষণ বজায় থাকবে। ধর্মের নামে বিভক্ত হতে দেওয়া হবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সংরক্ষণের সাংবিধানিক সময়সীমা ২০২০ সালে শেষ হয়ে গিয়ে। কিন্তু মোদী দলিত এবং আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষণ আরও ১০ বছরের জন্য বাড়িয়েছেন। কংগ্রেস কখনও উন্নয়নের ইস্যুতে নির্বাচনে লড়ে না। কংগ্রেস কয়েক দশক ধরে মানুষকে পানীয় জল থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। কিন্তু বিজেপি সরকার প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য জলজীবন মিশন শুরু করেছিল। রাজস্থানের কংগ্রেস সরকার এই প্রকল্পেও হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে। কংগ্রেস রাজস্থানের জন্য খুব জরুরি ইআরসিপি প্রকল্পটি মঞ্জুর করেনি। কিন্তু রাজস্থানে বিজেপি সরকার গঠনের ৩ মাসের মধ্যে, ইআরসিপি প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছিল, যা থেকে টঙ্ক-সাওয়াই মাধোপুরের কৃষকরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে। প্রধানমন্ত্রী সম্মান নিধির ১১০০ কোটি টাকা সরাসরি টঙ্ক-সাওয়াই মাধোপুরের কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে। রাজস্থানে গমের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যও বাড়ানো হয়েছে। দেশে আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণ নিয়েও কংগ্রেসের অসুবিধা আছে। দেশের বৃহত্তম দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ে সওয়াই মাধোপুরের মধ্য দিয়ে করা হয়েছে। মোদী সরকার দৌসা-গঙ্গাপুর শহরের সংযোগকারী রেললাইনের কয়েক দশকের অমীমাংসিত কাজও সম্পন্ন করেছে। এই অঞ্চলে আরও ভাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য একটি মেডিকেল কলেজও তৈরি করা হচ্ছে।

মাননীয় মোদী বলেন, গত দিনগুলোয় রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। রাজস্থানের মানুষ আমাকে তাদের আশীর্বাদ দিয়েছে। এই আশীর্বাদই আমার পুঁজি, দেশের মানুষের স্বপ্নই আমার স্বপ্ন। গত ১০ বছরে যে কাজ করা হয়েছে তা কেবল একটি ট্রেলার মাত্র। দেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একটি বিকশিত ভারতের স্বপ্নপূরণ করতে, আমার প্রতিটি মুহূর্ত দেশের জন্য উতর্গীকৃত। তাই আমি ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার জন্য ২৪অ৭ কাজ করছি। তিনি সমস্ত বিজেপি প্রার্থীকে ২৬ এপ্রিল বিপুল ভোট দিয়ে বিজয়ী করার জন্য রাজস্থানের সমস্ত ভোটারদের আবেদন জানান।

রাজগঞ্জে বন্ধ আরও একটি চা বাগান, ক্ষোভ শ্রমিকদের

রাজগঞ্জ, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : বন্ধ হয়ে গেল জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের আরও একটি চা বাগান। রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাওদা ভিটার প্রণবানন্দ এগ্রো স্টোরেস প্রাইভেট লিমিটেড নামে চা বাগানটিতে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ভোটের আবহে কর্মহীন হয়ে পড়লেন ৬৪ জন শ্রমিক।

মঙ্গলবার সকালে কাজে গিয়ে বাগান বন্ধের নোটিশ দেখে ক্ষোভ ফেটে পড়েন চা শ্রমিকরা। তাঁরা জানান, কোনওরকম আলোচনা না করে অন্যায়ভাবে বাগান বন্ধের নোটিশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। অবিলম্বে বাগান খোলা না হলে তাঁরা নিজেরাই বাগান পরিচর্যা করে পাতা তুলে নেবেন বলে জানান। চা বাগান কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ তৃণমূল চা শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মোশারফ হোসেন। তিনি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে রাজগঞ্জ থানার আইসি, ডিএলসি, বিডিও সহ সমস্ত জায়গায় জানানো হবে।' এদিকে, বাগান কর্তৃপক্ষের দাবি, বার বার আলোচনা করেও ফলপ্রসূ না হওয়ায় বাগান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে তারা।

পশ্চিমবঙ্গে ৩৫টি আসন বিজেপি পাওয়া মানে অনুপ্রবেশ মুক্ত বাংলা , করণদিঘি থেকে অমিত শাহ

করণদিঘি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের রায়গঞ্জের করণদিঘিতে একটি জনসভা এবং মালদা দক্ষিণে আয়োজিত একটি রোড শোতে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ৩৫ টি আসনে জয়ী হওয়ার পরে, বিজেপি বাংলা থেকে সমস্ত অনুপ্রবেশের চিহ্ন মুছে ফেলবে।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং রায়গঞ্জ লোকসভা প্রার্থী শ্রী কার্তিক পাল, মালদা দক্ষিণ লোকসভা প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী এবং অন্যান্য নেতারা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত ১০ বছরে বিজেপি শাসনের প্রাপ্তিগুলির উপর জোর দিয়েছেন এবং রাম মন্দির নির্মাণ, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বাস্তবায়নকে তুলে ধরেন। শ্রী শাহ রাজ্যে দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ এবং রাজনৈতিক হিংসা ছড়ানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গের মমতা সরকারকে তীব্রভাবে নিশানা করেন।

শ্রী শাহ বলেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি তাঁবু থেকে রাম লালাকে বের করে রাম মন্দিরে স্থাপন করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেস উভয় দলই রাম মন্দিরের বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জনসাধারণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন এবং অযোধ্যায় একটি বিশাল রাম মন্দির নির্মাণ করেন। এদিন আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে তিনি বলেন, বাংলার মানুষ এখন সচেতন হয়ে উঠেছে, বিজেপি বাংলায় ৩০ থেকে ৩৫টি আসনে পদ্ম ফোঁটাতে চলেছে। জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়ে শ্রী শাহ বলেন যে রায়গঞ্জকেও এই ৩০-৩৫টি আসনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন ১৮টি আসন দিয়েছিল তখন এনডিএ ৩০০ ছাড়িয়ে গেছিল, এখন ৩৫টি আসন দিলে এনডিএ ৪০০ ছাড়িয়ে যাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি গত ১০ বছরে দরিদ্রদের জন্য অনেক কাজ করেছেন। ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া হচ্ছে। ১২ কোটিরও বেশি শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে, ৪ কোটিরও বেশি মানুষকে পাকা ঘর দেওয়া হয়েছে, উজ্জ্বলা গ্যাস প্রকল্পের অধীনে ১০ কোটি মানুষকে সিলিন্ডার দেওয়া হয়েছে এবং ১৪ কোটি মানুষকে কলের জল সরবরাহ করা হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসাধারণকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের সুবিধা পেতে বাধা দেন। তাদের আশঙ্কা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রকল্প থেকে বাংলার মানুষ উপকৃত হলে জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে বাংলার মানুষ যদি বিজেপিকে ৩০টি আসন দেয়, তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার গরীবদের অধিকারে হুমকি দেওয়ার সাহস পাবেন না, এটাই মোদীর গ্যারান্টি। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় অবৈধ অনুপ্রবেশ করাচ্ছেন, অন্যদিকে বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিরোধিতা করছেন। কংগ্রেসও বলেছে, কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে সিএএ বাতিল করবে। তিনি বলেন যে, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে হাত দেওয়ার সাহস কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেই। প্রত্যেক হিন্দু উদ্বাস্তু নাগরিকত্ব পাবে। বাংলায় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ অবৈধ অনুপ্রবেশ করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের আটকাতে পারবেন না। শুধুমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারই এই কাজটি করতে পারে। সন্দেশখালিতে ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দরিদ্র অসহায় মা-বোনদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যেতে দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেশখালির মহিলাদের বিচার দিতে পারবেন না।

শাহ বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে গতকালই হাইকোর্ট প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল করেছে। কারণ চাকরির বিনিময়ে ১০-১৫ লাখ টাকা ঘুষ নেওয়া হতো। তৃণমূল কংগ্রেসের এক মন্ত্রীর বাড়ি থেকে ৫১ কোটি টাকা পাওয়া গেছে এবং সেই মন্ত্রী জেলে থাকলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও তার মন্ত্রীকে বহিষ্কার করেননি। এই কাটমানি এবং চাকরির দুর্নীতি শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিই বন্ধ করতে পারে।

উয়েফা যুব লীগ ২০২৩-২৪: অলিম্পিয়াকোস এসি মিলানকে হারিয়ে শিরোপা জিতল

নিয়ন, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : সুইজারল্যান্ডের নিয়নের উয়েফা-চালিত কলোভরে স্টেডিয়ামে এসি মিলানকে ৩-০ গোলে হারিয়ে অলিম্পিয়াকোস সোমবার উয়েফা যুব লীগের ফাইনালে শিরোপা জিতল। ইউরোপের অনূর্ধ-১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতায় এই জয়ের ফলে তাঁরা প্রথম গ্রীক ক্লাব হিসেবে উয়েফা শিরোপা জিতল।দ্বিতীয়ার্ধের ৬০ মিনিটে ক্রিস্টোস মৌজাকিটিস পেনাল্টি থেকে গোল করেন, এর এক মিনিট পর আন্তোনিওস পাপাকানেলোস গোল সংখ্যা দ্বিগুণ করেন এবং ৬৬ মিনিটে থিওফানিস বাকৌলাস একটি দর্শনীয় গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন।অলিম্পিয়াকোস ফাইনালে যাওয়ার পথে লেচে, ইন্টার মিলান, লেন্স, বায়ার্ন মিউনিখ এবং নান্টেসকে হারিয়েছে।

কাশীতে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন অমিত শাহ

বারাণসী, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার কাশীতে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। জানা গেছে, ওইদিন সন্ধ্যায় বারাণসীর ৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করবেন শাহ। মহমুরগঞ্জের মতিঝিলে লোকসভা নির্বাচনের জন্য এখন পর্যন্ত যেসব প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে বুথ সভাপতিদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নেবেন শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর প্রসঙ্গে দলের নেতারা জানিয়েছেন, কাশীর নেতারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের দুদিনের কাশী সফর সফল করতে সমস্ত প্রস্তুতি ইতিমধ্যে নিয়ে নিয়েছে। ঐদিন বারাণসীতে শাহ-এর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সহ রাজ্যের দলীয় নেতারা। এই সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মহমুরগঞ্জের তুলসী উদ্যানে বারাণসী লোকসভা কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কার্যালয়ের উদ্বোধন করবেন।

দার্জিলিংয়ে বিজেপি অবশ্যই জিতবে : কিরেণ রিজিজু

কার্শিয়াং, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : দার্জিলিংয়ে বিজেপি অবশ্যই জিতবে, এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। তিনি মঙ্গলবার দার্জিলিয়ে নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশে আসেন। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, আমি আজ দার্জিলিং এসেছি, এখানে ভারতীয় জনতা পার্টি অবশ্যই জিতবে। পশ্চিমবাংলার সর্বত্র এখন বিজেপির হাওয়া বইছে তাই অবশ্যই এটা দাবি করা যে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে।

এদিন সাংবাদিকরা তাঁকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তিনি রাজনীতি করতে পারেন না, তার রাজনীতি ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

আজকের দিনে আইপিএলে গেইলের সেই বিস্ময়কর রেকর্ড!

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : ২০১৩ সালে আজকের দিনে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ব্যক্তিগত বিস্ময়কর সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটি খেলেছিলেন ক্রিস গেইল।আইপিএলে ব্যাঙ্গালুরুর হয়ে পুণের বিপক্ষে অপরাজিত ১৭৫ রান করার পথে মাত্র ৩০ বলে দ্রুততম সেঞ্চুরিটি করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের গেইল।পুরো ইনিংসে মেরেছিলেন ১৭টি ছক্কা।যা তখন ইনিংসে বেশি ছক্কার রেকর্ড ছিল।

বুধবার ৫১ বছরে পা দেবেন শচীন তেন্ডুলকার

শান্তি রায় চৌধুরী:

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): বুধবার ৫১ বছরে পা রাখবেন বিশ্ব ক্রিকেটের কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন রমেশ টেন্ডুলকার। ১৯৭৩ সালের ২৪ এপ্রিল মুম্বইয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় এই ব্যাটিং কিংবদন্তি।ব্যাট হাতে সেই স্কুল জীবন থেকেই নজর কেড়েছিলেন ভারতের এই ব্যাটিং দেবতা।শচীন ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল শচীনের।এর পরের গল্পটা তো সবারই জানা। ক্রিকেট অভিধানের প্রায় সব রেকর্ডই নিজের নামের পাশে যোগ করে "লিটল মাস্টার" উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।ক্রিকেট ইতিহাসে গ্রেট ব্যাটসম্যানদের অভাব নেই। ভিন্ন ভিন্ন তারকা ব্যাটসম্যানদের দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব। কিন্তু শচীনের মত ব্যাটসম্যানের দেখা মিলেছে একবারই। ব্যাট প্যাড তুলে রাখার ঘোষণা করার আগে শচীন নিজেকে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছেন অন্য ব্যাটসম্যানদের চোখে তা স্রেফ স্বপ্ন! ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে অভিষেক হওয়ার পর থেকে অবসর নেওয়ার আগে পর্যন্ত টেস্ট শচীন খেলেছেন ২০০টি।

যাতে ৫৩.৭৮ গড়ে রান করেছেন ১৫৯২১।

৫১টি শতক ও ৬৮টি অর্ধশতকে এই রান করেন লিটল মাস্টার সর্বোচ্চ ২৪৮ রান।হাত ঘুরিয়ে উইকেটে নিয়েছেন ৪৬ টি টেস্টের তুলনায় শচীনের ওয়ানডে ক্যারিয়ার ছিল আরো বর্ণাঢ্য।ক্যারিয়ারে একদিনের ম্যাচ খেলেছেন ৪৬৩টি।আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যা সর্বোচ্চ। ৪৪.৮৩ গড়ে রান করেছেন ১৮৪২৬। ৪৯ টি শতক ও ৯৬ টি অর্ধশতকে এই রান করেছেন। শচীন ওয়ানডেতে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি (২০০*)এসেছে তার ব্যাট থেকেই। ওয়ানডেতে বল হাতেও ছিলেন বেশ উজ্জ্বল।কেরিয়ারে তার ওয়ানডে উইকেটে সংখ্যা১৫৬ টি। টেস্ট ও ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান ও সর্বোচ্চ সেঞ্চুরিতে সবার উপরে টেন্ডুলকার।২০১২ সালের এশিয়া কাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০০ সেঞ্চুরির বিরল কীর্তি গড়েন শচীন।

ক্রিকেট ইতিহাসে এই রেকর্ড কখনো ভাঙবে কিনা সন্দেহ।কেরিয়ারে মোট ছয়টি বিশ্বকাপ খেলেছেন শচীন।তাঁর সর্বশেষ বিশ্বকাপ অর্থাৎ ২০১১ সালে দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জিতে ক্যারিয়ারের প্রাপ্তির খাতাটা ষোলকলায় পূর্ণ করেন ভারতের এই ব্যাটিং কিংবদন্তি।২০১২ সালে ওয়ানডে ও ২০১৩ সালের টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় জানান শচীন।

নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে করণদিঘির সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা অমিত শাহের

করণদিঘি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির সভা থেকে নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোমবার ২৬ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসে সেই ইস্যু তুলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'মমতা দিদির আমলে দুর্নীতির শাসন চলছে বাংলায়।' তাঁর কথায়, 'চাকরি পিছু ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা করে ঘুষ নিয়েছে ওরা। আপনাদের কাছে ১৫ লক্ষ টাকা না থাকলে আপনার বাড়ির লোকেরা চাকরি পাবে কীভাবে?' 'ওঁনার মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে প্রচুর টাকা উদ্ধার হয়েছে।

তিনি এখন জেলে রয়েছেন।' বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আর্জি জানিয়ে শাহ বলেন, 'একমাত্র বিজেপিই পারে এই দুর্নীতি রুখতে।'

পাশাপাশি বাংলার মানুষের কাছে শাহের বার্তা, এই নির্বাচনে বাংলা বিজেপিকে ৩০ আসন দিলে উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য রায়গঞ্জে এইমস হাসপাতাল গড়ে তুলবে মোদী সরকার। রাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতির ইস্যু থেকে শুরু করে সিএএ, অনুপ্রবেশ সবকিছুর প্রসঙ্গে এদিন কথা বলেন অমিত শাহ। তাঁর কথায়, 'শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। বাংলার সর্বনাশ আটকানো তৃণমূল সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এই কাজ একমাত্র নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার করতে পারে। বিজেপিই বাংলাকে বিকাশের রাস্তায় ফিরিয়ে আনতে পারে।' শুধুমাত্র ইংরেজবাজার থেকে দেড় লক্ষ ভোটের লিডের আর্জি জানিয়েছেন শাহ।

২৬ এপ্রিল, ভোটের দিন সবেতন ছুটি করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : ৭-নম্বর করিমগঞ্জ সংসদীয় আসনে করিমগঞ্জ জেলার চারটি বিধানসভা এলাকায় আগামী ২৬ এপ্রিল, শুক্রবার অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের জন্য এনআই অ্যাক্টে কর্মচারীদের সবেতন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন বিভাগ থেকে এই সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি, অসম সরকারের শ্রম কল্যাণ দফতর থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ভোটের দিন সবেতন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে করিমগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আগামী ২৬ এপ্রিল জেলায় সব ধরনের কারখানা, চা বাগান, দোকানপাট, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বিনোদন প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান, ফার্ম, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ইত্যাদি কার্যালয়ে কর্মরত সকল কর্মচারীদের জন্য লোকসভা নির্বাচনে নিজ নিজ ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট প্রদান করার জন্য সবেতন ছুটি ঘোষণা করেছেন।

জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ১৩৫(বি) ধারার অধীনে এই পেইড হলি—ডে ঘোষণা করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে আগামী ২৬ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হবে।

জেল হেফাজতের মেয়াদ বাড়ল বিআরএস নেত্রী কে কবিতার

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): আপাতত তিহাড় জেলেই থাকবেন ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-এর নেত্রী কে কবিতা। তাঁর বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মেয়াদ ১৪ দিন বৃদ্ধি করেছে দিল্লির আদালত। ৭ মে তাঁকে আদালতে হাজির করানো হবে।

তেলঙ্গানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের মেয়ে কে কবিতার জামিনের আবেদনের শুনানি রয়েছে আগামী ২ মে, দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালতে।

উল্লেখ্য, আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো কে কবিতার দিকেও অভিযোগের আঙুল উঠেছে। উভয়ই এখন জেলে রয়েছেন।

আদালতের নির্দেশে মেডিক্যাল বোর্ড, জেলে প্রথমবার ইনসুলিন পেলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : অবশেষে তিহার জেলে ইনসুলিন দেওয়া হল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। ইডির গ্রেফতারি ও তিহার জেলে বন্দি হওয়ার পর প্রথম ইনসুলিন দেওয়া হল তাঁকে। আম আদমি পার্টির দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর সুগারের মাত্রা ৩২০-তে পৌঁছে গিয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ডায়াবেটিস আছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ইনসুলিন নিতে হয় তাঁকে। তবে জেলবন্দি হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বারবার ইনসুলিনের দাবি জানালেও তাঁর কথায় জেল কর্তৃপক্ষ কান দেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল। আদালতের দ্বারস্থও হয়েছিলেন তিনি। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত তাঁর চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব দেয় দিল্লির এইমস হাসপাতালকে। সেখানকার চিকিৎসকদের নিয়ে গঠন করে দেওয়া হয় মেডিক্যাল বোর্ড। সেই মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের পর সোমবার রাতে জেলে প্রথমবার ইনসুলিন পেলেন তিনি।

জেলবন্দি কেজরির মঙ্গলকামনায় হনুমান জয়ন্তীতে বজরংবলীর পুজো সুনিতার

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): মঙ্গলবার হনুমান জয়ন্তী। জেলবন্দি স্বামী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জন্যে প্রার্থনা করতে বজরংবলীর শরণাপন্ন হলেন স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল। স্বামীর মঙ্গল কামনায় স্ত্রী সুনিতা এদিন হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে পুজো দিতে যান দিল্লির কনট প্লেসের হনুমান মন্দিরে।

উল্লেখ্য, দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডি-র হাতে গ্রেফতার হন কেজরিওয়াল। এক মাস হয়ে গিয়েছে জেলে রয়েছেন তিনি।

ফের বঙ্গে আসছেন অমিত শাহ, উত্তরবঙ্গে জোড়া সভা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): দার্জিলিং-এ সভা করতে পারেননি, সেই আক্ষেপ রয়েছে। এরইমধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা অমিত শাহ। বিজেপি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে জোড়া সভা করতে পারেন তিনি। রায়গঞ্জ এবং মালদা দক্ষিণে সভা করার কথা রয়েছে অমিত শাহের।

রায়গঞ্জ লোকসভা আসনে ভোট রয়েছে দ্বিতীয় দফাতে। ২৬ এপ্রিল হবে ভোটগ্রহণ। এ বার এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে কার্তিক পালকে। তৃতীয় দফায় ভোট রয়েছে মালদা দক্ষিণে। এই আসনে বিজেপি প্রার্থী করেছে শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীকে। মঙ্গলবার কার্তিক এবং শ্রীরূপার সমর্থনে সভা করতে পারেন অমিত শাহ।

জেল হেফাজতের মেয়াদ বাড়ল কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.): জেল হেফাজতের মেয়াদ বাড়ল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। মঙ্গলবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে তাঁর জামিনের আবেদন নিয়ে শুনানির পর আদালত নির্দেশ দিয়েছে আরও ১৪ দিন তিহাড় জেলে থাকতে হবে তাঁকে। অর্থাৎ ৭ মে পর্যন্ত বাড়ল কেজরিওয়ালের জেল হেফাজতের মেয়াদ।

তবে আদালত নির্দেশ দিয়েছে কেজরিওয়ালের জন্য জেলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রয়োজনে পরামর্শ নিতে হবে এইমস-এর চিকিৎসকদের থেকেও। আবগারি দুর্নীতি মামলায় ইডি গত ২১ মার্চ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করে। আদালতের নির্দেশে ইডি হেফাজত থেকে তাঁকে পাঠানো হয় তিহাড় জেলে। গ্রেফতারির বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করলেও শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয় ২৯ এপ্রিলের আগে শুনানি সম্ভব নয়। একইসঙ্গে আদালতের নির্দেশ ২৪ এপ্রিলের

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সময় যেভাবে দেশের জনগণকে বিনামূল্যে করুণা ভ্যাকসিন দিয়েছিলেন ঠিক একই ভাবে দেশের বাইরেও বিভিন্ন দেশে করোনা ভ্যাকসিন দিয়ে সাহায্য করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন একসময় জাত পাতের রাজনীতি করা হতো। এখন জাত পাতের রাজনীতি চলবে না। তিনি বলেন এই নির্বাচন হচ্ছে দেশ গড়ার নির্বাচন ।কোন মহকুমা বা কোন জেলায় কি উন্নয়ন হবে সেই উদ্দেশ্যে লোকসভা নির্বাচন নয়। তাঁর বক্তব্য এই নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ আগামী ১০০০ বছর কোন দিসাতে চলবে তানিধারন করার নির্বাচন ।মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা উল্লেখ করেন কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবতপূর্ব উন্নয়ন সংঘটিত করেছেন। তিনি বলেন ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে। গরিবদের জন্য বিনামূল্যে সরকারি খরচে লক্ষ লক্ষ ঘর দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের আর্থিক সহায়ক মূল্য দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। গরীবদের বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি উপজাতিদের সম্মান জানানো জন্য বিরসা মুন্ডার মূর্তি ও জন্মদিন পালন করছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী সভায় কংগ্রেস সিপিএমের ইন্ডিয়া জোটকে অশুভ জোট হিসেবে উল্লেখ করে বলেন বর্তমানে রাজ্যের ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের কারণে ১০৩২৩ শিক্ষকের চাকুরী চলে গেছে।এরা দুর্নীতি বাজ।এরা মুখে গনতন্ত্রের কথা বলে।অথচ একসময় কংগ্রেস দেশের ইমারজেন্সি জারি করে নির্দোষ ব্যক্তিদের জেলে ঢুকিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিল। তাই তাদের বিরুদ্ধে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি আইপিএফটি ত্রিপরামথা যৌথভাবে ত্রিশূল হিসেবে অশুভ জোটকে পরাস্ত করবে।

পরিশেষে মুখ্যমন্ত্রী ইন্ডিয়া জোটের বিরুদ্ধে সভায় উপস্থিত সব অংশের জনগণকে ২৬ শে এপ্রিল পদ্ম চিহ্নে ভোট দিয়ে দলীয় প্রার্থী কৃতী সিং দেববর্মাকে জয়ী করার আহ্বান জানান। সভায় এছাড়া বক্তব্য রাখেন ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশের সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য , প্রাক্তন মন্ত্রী আইপিএফটি দলের সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং, কাঞ্চনপুরের বিধায়ক ফিলিপ রিয়াং ।সভায় সভাপতিত্ব করেন বিজেপি কাঞ্চনপুর মন্ডলের মণ্ডল সভাপতি গৌতম রায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই সভা অনেকটা সফলতা আনবে বলে দাবি করেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।

এদিন কাঞ্চনপুরের জনসভা শেষে ফটিকরায় নজরুল কলাক্ষেত্র সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ নিয়ে করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের এই জনসভায় বিপুল কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ফটিকরায় নির্বাচনী জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী, পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মার হয়ে ভোট প্রচার করেছেন। এদিন ফটিকরায় এর নির্বাচনী মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাদের সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য, মন্ত্রী সুধাংশু দাস সহ অন্যান্যরা।

রতন লাল

● প্রথম পাতার পর

ফিরবে না। এদিন বাম কংগ্রেসকে এভাবেই আক্রমণ করেন মন্ত্রী রতন নাথ ।রাজ্যের মানুষ দুর্নীতি, সজন পোষণ এবং স্বৈরাচারী মনোভাব জেনে গেছে। খোয়াই এর দীপঙ্কর নাথ শর্মা, ক্ষিতেন্দ্র গোপ, দিলীপনাথ শর্মা,, যাদের হাতে কংগ্রেস নেতারা খুন হয়েছেন এই দলের সাথে কি করে কংগ্রেস মিতালী গড়ে তুলেছে। খোয়াইবাসী এদের যোগ্য জবাব দিন। ২৬ এপ্রিল বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মাকে ৯০ ভোট দানের মাধ্যমে জয়যুক্ত করে ইতিহাস তৈরি করুন সেই আহ্বান জানান তিনি ।এই দিনের মহামিছিলে মন্ত্রী ছাড়াও এর অগ্রভাগে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার, জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমীর কুমার দাস, পৌরপরিষদের চেয়ারম্যান দেবাশীষ নাথ শর্মা, মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী অপর্ণা সিংহ রায়, বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক, পৌর পরিষদের কাউন্সিলর শঙ্কুপাল এবং যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি সত্যজিৎ পাল সহ অন্যান্যরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নির্বাচনী আধিকারিক

● প্রথম পাতার পর

পরিদর্শন করেন। পোস্টাল ভোটিং সেন্টার ও স্ট্রং রুম পরিদর্শনের সময় মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্টেট পুলিশ নোডাল অফিসার জি এস রাও, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, এআরও তথা উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক বিপ্লব দাস, এআরও তথা কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রদীপ কৃষ্ণ রাজ প্রমুখ। এরপর মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক কাঞ্চনপুর ডাকবাংলোয় ভোটের প্রস্তুতি বিষয়ে আধিকারিকগণের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে এআরও তথা পানিসাগর মহকুমার মহকুমা শাসক সুশান্ত দেববর্মা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আর দেশাই সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রের নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল আজ অমরপুর মহকুমা সফর করেন। তিনি অমরপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ৪১-অম্পিনগর (এসটি) ও ৪২-অমরপুর বিধানসভা ক্ষেত্রের স্ট্রং রুম এবং ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি অমরপুর ডাকবাংলোয় ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণের সঙ্গে বৈঠক করেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত লোধ, পুলিশ সুপার নমিত পাঠক প্রমুখ।

২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রের নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল আজ সাবম মহকুমা সফর করেন। সাবম মহকুমা শাসক কার্যালয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা নির্বাচনী আধিকরিক, এআরও, মহকুমা পুলিশ আধিকারিকদের সাথে সভা করেন। সভায় ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ দেন। সভায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল, পুলিশ সুপার অশোক কুমার সিনহা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার, বিলোনীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক রিংকু লাথার, শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য ও অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে তিনি সাবম মহকুমায় স্ট্রং রুম ও কাউন্টিং হল পরিদর্শন করেন।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পরচিহ্নে ভোট দিয়েছেন কিনা কৌতুহলী রাজ্যবাসী তা জানতে চাইছেন। তাঁর মতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার নোটাতে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

তাঁর কথায়, তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের মত বিজেপি সরকারও সব সময় জাতি জানজাতিদের উন্নয়নের কথা ভাবে। তার জন্যই বিজেপি সরকারের সাথে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। তাই তিনি আবেদন জানান, বাম কংগ্রেসীদের ত্রিপুরায় জমানা জব্দ করুন। এরই সাথে তাঁর আহ্বান, পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মাকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন।

হনুমান জয়ন্তী

● প্রথম পাতার পর

ধুমধামে অনুষ্ঠিত হয় হনুমান জয়ন্তী। পুজো উপলক্ষ্যে ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। এক কথায় গোটা রাজ্যেই হনুমান জয়ন্তী মহা ধুমধামের সঙ্গে পালিত হয়েছে।

সম্মেলন অনুষ্ঠিত

● প্রথম পাতার পর

আবেদনকারী সুপ্রিম কোর্টের দারস্ত হয়েছিল।

এদিন তিনি বলেন ,বিশেষ কিছু তথ্যের কারণে এখনো সুপ্রিম কোর্টে ১০,৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের মামলা টিকে রয়েছে। তাই সমস্ত চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের লড়াই করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

এদিন তিনি আরও বলেন, ১০,৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষক মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ১০১৭ জন মামলা করেন আবেদনকারী। আর আগে কোনো মামলায় এতজন আবেদনকারী দেখতে পারে নি আদালত। ১০১৭ জন আবেদনকারী এখনো নিজেরদের লড়াই জারি রেখেছেন।

লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে স্ট্রিট ভেন্ডর বন্ধ করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম) ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে করিমগঞ্জ জেলা সদরের স্ট্রিট ভেন্ডর বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। করিমগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত এক আদেশের মাধ্যমে এই নির্দেশ জারি করেছেন। এতে উল্লেখ করা হয়েছে ২৪ এবং ২৫ এপ্রিল নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত ভোটকর্মীদের গন্তব্য স্থলে যাওয়া যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেই লক্ষ্যে এই আদেশ জারি করা হয়েছে। আবার ২৬ এপ্রিল ভোট গ্রহণ শেষে ভোটকর্মীদের জেলা সদরে এসে পৌঁছাতে হবে। তাই ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর বলে জারি করা হয়েছে। এতে করিমগঞ্জ-পাথারকান্দি বাইপাস থেকে সেটেলমেন্ট এবং এওসি পয়েন্ট থেকে কানিশাইল পর্যন্ত অংশে স্ট্রিট ভেন্ডারদের দোকান না লাগাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৫০ বছরের রাজনীতি করে মুখ্যমন্ত্রীকে চোর ডাক শুনতে হচ্ছে : দিলীপ ঘোষ

দুর্গাপুর, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : ৫০ বছরের রাজনীতি করে মুখ্যমন্ত্রীকে চোর ডাক শুনতে হচ্ছে, এই কথা বলে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি মঙ্গলবার দুর্গাপুর আশীষ মার্কেটে চা-চক্রে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেন ।তিনি এদিন সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, সিঙ্গুর মামলায় যখন মুখ্যমন্ত্রী জিতেছিলেন, তখন আদালত ভাল ছিল। আর এখন আদালতের রায় মন্দ হয়ে গিয়েছে। ৫০ বছরের রাজনীতি করে মুখ্যমন্ত্রীকে চোর ডাক শুনতে হচ্ছে, এ জীবন রেখে কি লাভ? ডুবে মরা উচিত। একইসঙ্গে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করতে কংগ্রেস ও সিপিএম সমর্থকদের বিজেপিকে ভোটদিতে আর্জি জানান তিনি। মঙ্গলবার দিলীপ ঘোষ রোজগার মতই প্রাতঃভ্রমন করেন দুর্গাপুর বি-জোন হাই স্কুলের মাঠে। তবে এদিন মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে হাতে তাঁর গদা ছিল। সেখান থেকে দুর্গাপুর আশীষ মার্কেটে চা-চক্রে যোগ দেন।

বিজেপিকে 'বাঙালি বিরোধী' তকমা কল্যাণের; তৃণমূল 'বিভাজনের রাজনীতি' করে, ঠেস কবীরের

হুগলি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : শ্রীরামপুর লোকসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জি বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন 'বাঙালি বিরোধী' প্রচার চালানোর। এর প্রতিক্রিয়ায় শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবীর শঙ্কর বসু মঙ্গলবার বলেন যে, তৃণমূল কংগ্রেস কেবল তোষণ আর বিভাজনের রাজনীতি করতে জানে ।প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথোপকথনের সময় কল্যাণ ব্যানার্জি বলেছিলেন, 'বিজেপি বাঙালি বিরোধী প্রচার চালাচ্ছে। ওরা বাঙালির চাকরি ছিনিয়ে নেবে। ১০০ দিনের কাজের টাকা দেবে না। কেন্দ্রীয় আবাসন প্রকল্পের টাকা বাঙালিদের দেওয়া হবে না। বাঙালির কোনো উন্নয়ন ওরা হতে দেবে না। বাংলায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে না। বেটি পড়াও, বেটি বাঁচাও বাংলায় বাস্তবায়িত হবে না। বাংলার একজনকেও চাকরি দেবে না। বিজেপি শুধু গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের জন্য করবে।"'' কল্যাণ ব্যানার্জী আরও বলেন, বিজেপির লোকেরা চুরির অভিযোগ করে। আমরা গত দেড় থেকে দুই বছর ধরে বলে আসছি চোর ধরতে হবে।

রাজ্যের শাসক দল এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধেই সরব নেটনাগরিকরা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২৫ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি সোমবার বাতিল করেছে হাইকোর্ট। বলাই বাহুল্য, লোকসভা ভোটের মধ্যেই বড় ধাক্কা রাজ্যের। ''গোপন'' টেন্ডার-ওএমআর নষ্ট-প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণের পরেও কাউন্সেলিং-সহ হাইকোর্টের রায়ে ১৭ পন্থার পর্দাফাঁস করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের শাসক দল এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধেই সরব হ ে য . ে ছ ন নেটনাগরিকরা ।সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী ফেসবুকে একটি পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় লিখেছে, "ব্যাপম মারাত্বক। সরকারের আমলা, মন্ত্রী , শাসক দলের কেষ্ট বিষ্টুরা জড়িত। খুনে মাফিয়ারা জড়িত। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অপরাধমূলক কারচুপি নয়। মন্ত্রিসভা বৈঠক করে অবৈধদের বৈধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। যারা যোগ্য তাদের তালিকা এস এস সি আদালতে জমা না দিয়ে, এখন মরা কান্না জুড়েছে ।আর আইনি বিষয় আমার তোকে জ্ঞান দেওয়া সাজে না। সবথেকে বড় কথা, এতবড় কারচুপি আদালতের চাপে পড়ে এস এস সি স্বীকার করলেও নিজেরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে একটিও এফ আই আর করেনি কেন ?থচ, মনু সিংভি, সিববল, মুকুল রোহতগীর মতো আইনজীবীদের পিছনে করদাতাদের অর্থ ঢেলেছে শুধু মামলা বানচাল করতে ।এর দায় কার?''সিপিএমের প্রাক্তন কাউন্সিলর সুব্রত দাশগুপ্ত (পদ্ম) লিখেছে, "যারা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন তারা তো অপরাধ করেইছিলেন , কিন্তু এখন কি করবেন ? আপনাদের বর্তমান ভবিষ্যৎ সব শেষ হলো উ এবার , যাদের টাকা দিয়েছিলেন তাদের কলার ধরে টানতে টানতে রাস্তায় নামিয়ে এনে সর্বসমক্ষে টাকা ফেরত দেওয়ানোর ব্যবস্থা করুন উ''যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তনী শর্মিষ্ঠা বসু ব্যানার্জী লিখেছেন, "একদম ঠিক, এঁদের উচিত যাকে যাকে টাকা দিয়েছে, সব্বার বাড়ি গিয়ে টাকা ফেরত চাওয়া।"সুব্রত বসুরায় লিখেছেন, "যারা ঘুষ দিয়ে চাকরিতে অযোগ্য হয়েও যোগ্যদের বঞ্চিত করেছেন এবং যারা তাতে মদত করেছেন ঘুষ নিয়ে সবাই কেন আইন আনুগ সাজা পাবে না?" অসীমাভ বড়ুয়া চৌধুরী লিখেছেন, "সঠিক ভাবে কি কেউ চাকরি পায়নি! পুরো প্যানেল টাই ভুয়ো! কেউ ঠিক ভাবে পেলে তাদেরও চাকরি যাবে? ঘুষ দেয়া আর নেওয়া দুটোই অন্যায়। যারা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়ে ছিল তারা দল বেঁধে ঘুষ খোড় দের ধরুক যদি টাকা ফেরত পায় ।কস্তুরী গৌতম লিখেছেন, ''যারা ঘুষ দেয়নি, যোগ্যতার সঙ্গে পেয়েছিল তাদের জন্য খুবই খারাপ লাগছে।" প্রতিক্রিয়ায় সুব্রত দাশগুপ্তলিখেছেন, ''ওএমআর শিট বিপ্লব হবে, তাঁরা চাকরি ফিরে পাবে, রায়ের মধ্যেই সেই অপসন আছে।"প্রাক্তন অধ্যাপক শুভেন্দু মজুমদার লিখেছেন, "যে তেইশ লক্ষ চাকরিপ্রার্থী পাঁচশো টাকা করে ফর্ম কিনে পরীক্ষা দিয়েছিল তাঁদের প্রত্যেককে পাঁচশো টাকা করে সুদসহ ফেরৎ দেওয়া উচিত। কারণ পুরো পরীক্ষাটাই ছিল ফেক। তিরিশ লক্ষ পরীক্ষার্থী বাবদ ১৫০ কোটি টাকা রোজগার করেছে এস এস সি। এই টাকা ১২ সুদসহ পরীক্ষার্থীদের আগে ফেরৎ দিক এস এস সি।'' একটি মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, "এই ঘাটের মরাগুলোকে জনগণের টাকায় বাঁচিয়ে রাখার কি দরকার ?"সুব্রত ভট্টাচার্য একটি মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, "মনে হয় যাবে? এ হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কাটমানির বাংলা। এত তাড়াতাড়ি যাবে? আগে সব ঘরের বউদের পিঠে বানানোর ডাক পড়ুক, তবে ভাবা যেতে পারে। নিশ্চিত নয়।"

ধুবড়ি লোকসভার গোয়ালপাড়ায় ভোটের অন্যরকম ছবি

ধুবড়ি (অসম), ২৩ এপ্রিল, (হি.স.): একদিকে রয়েছে পনেরো বছরের রাজপাট। অন্যদিকে চলছে নির্বাচনী কর্মসূচির বিপুল ব্যস্ততা। তার মধ্যেই ধুবড়ি লোকসভার গোয়ালপাড়া জেলায় একটু অন্যরকম ছবির সাক্ষী থাকলেন স্থানীয় মানুষেরা।ধুবড়ি লোকসভা আসনে কংগ্রেস প্রার্থী রাকিবুল হুসেনের উপস্থিতিতে, গোয়ালপাড়া জেলা এআইইউডিএফ সভাপতি সাফিয়ার রহমান রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। সমগ্র কর্মসূচির তত্ত্বাবধায়ন করেন গোয়ালপাড়া পূর্ব আসনের কংগ্রেস বিধায়ক এ কে রশিদ আলম। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গোয়ালপাড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি দিগন্ত কুমার মেধি।এদিন ধুবড়ি লোকসভা আসনে কংগ্রেস প্রার্থী রাকিবুল হুসেন সাংবাদিক সম্মলনে জানান, মানুষের সমর্থন দিন দিন বাড়ছে। মানুষের আশীর্বাদে ধুবড়িতে কংগ্রেস জয়ী হবে।গোয়ালপাড়া পূর্ব অঞ্চলের আসনের কংগ্রেস বিধায়ক এ কে রশিদ আলমের দাবি, "বিগত দশ বছরের অপশাসনের শেষ হতে চলেছে। মানুষের দাবি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়। এবার চাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী সুরক্ষা, চাকরির বন্দোবস্ত। প্রতিশ্রুতি মত সেসব দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বর্তমান সাংসদ। একইভাবে ব্যর্থ কেন্দ্রীয় সরকার। মানুষ রেহাই চাইছেন। তারা সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য কংগ্রেসকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন জানাচ্ছেন।"

করিমগঞ্জে কন্টোল রুম স্ট্রং রুমের পাশে স্থানান্তরিত

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভার সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে করিমগঞ্জ জেলাশাসকের কার্যালয়ে খোলা কন্টোল রুম ২৭ এপ্রিল সকাল থেকে করিমগঞ্জ কলেজে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে ভোটবন্দি ইভিএমগুলির ভোট গণনার জন্য করিমগঞ্জ কলেজে নির্মিত স্ট্রং রুমে রাখা হচ্ছে।ওই রুমের পাশেই থাকবে কন্টোল রুমটি। করিমগঞ্জ কলেজের কন্টোল রুমের টেলিফোন নম্বর ০৩৮৪৩-২৬৫১৪৪ এবং ১৯৫০ হেল্পলাইন নম্বর।এসডিও (ফোন)—কে জেলাশাসকের কার্যালয়ের কন্টোল রুম সেলের টেলিফোন সেখানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক মৃদুল যাদব এক সরকারি আদেশে জানিয়েছেন, অতিরিক্ত জেলাশাসক ধ্রুবজ্যেতি দেব (৯৪০১১৫৭৭৫৫) সেলের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন এবং সার্কল অফিসারদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

বিদ্যালয়

● প্রথম পাতার পর

আর্দতা ৫০ শতাংশ থেকে বেশি হতে পারে। আবহাওয়া দফতর থেকে সতর্কতামূলক পরামর্শ জারি করা হয়েছে, হালকা ওজনের, হালকা রঙের, ঢিলেঢালা, সুতির কাপড় পরুন ।দিনের মোক্ষম সময়ে বাইরে যাওয়ার সময় আপনার মাথা ঢেকে রাখুন বা টুপি বা ছাতা , দেহে জলের অভাব এড়াতে পিপাসা না লাগলেও পর্যাপ্ত জলপান করুন, ব্যবহার করুন, কৃষক/শ্রমিকরা দিনের মোক্ষম সময়ে দীর্ঘক্ষণ সরাসরি সূর্যালোক এড়িয়ে চলুন , পার্ক করা যানবাহনে শিশু বা পোষা প্রাণীকে ছেড়ে যাবেন না।

এসডিএমের

● প্রথম পাতার পর

বিদ্যাপিঠ স্কুলের শিক্ষক ইনচার্জ জীবন দেবনাথকে তিনটি শ্রেণী কক্ষ দেওয়ার আবেদন জানিয়ে অবগত করেন। কিন্তু মঙ্গলবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ পোষ্টাল ভোট গ্রহণে নিযুক্ত কর্মীরা আসার পর বিদ্যালয় বন্ধ দেখে খবর দেয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইনচার্জ জীবন বাবুকে। জীবন বাবু সাফ জানিয়ে দেয় তিনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন না।

ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার কথা ছিল সকাল নয়টা নাগাদ। কিন্তু নয়টা বেজে যাওয়ার পরেও বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইনচার্জ জীবন দেবনাথের কোন টনক নড়েনি। অবশেষে বিলোনিয়া নির্বাচন দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকদের চাপে পরে জীবন বাবু খবর দেয় বিদ্যালয়ের গ্রুপ ডি কর্মীকে। গ্রুপ ডি কর্মী হন্ত দন্ত হয়ে এসে বিদ্যালয়ের গেইট খুলে দেওয়ার পর শুরু হয় ভোট গ্রহন। জীবন বাবুর অবহেলায় তাও আধ ঘন্টা দেরিতে পোষ্টাল ব্যালেটে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষকের এ ধরনের কর্মকাণ্ডে গোটা বিলোনিয়া জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

জনগোষ্ঠীদের

● প্রথম পাতার পর

পাইপ লাইনে জল পৌঁছে দেওয়ার নামে সাপ্লাই পয়েন্টও রয়েছে, শুধু নেই বিশুদ্ধ পানীয় জল ।প্রায় শতাধিক পরিবারের মধ্যে নিরানব্বই শতাংশই দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী। তাদের আয়ের প্রধান উৎস জুম ক্ষেত ।আর এই জুমিয়া পরিবারগুলো এবার লোকসভা ভোট বয়কটের ডাক দিলো।

ভারতীয় স্থল সেনা

JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER

www.joinindianarmy.nic.in

আধিকারিক প্রবেশ

টেকনিক্যাল স্নাতক কোর্স (টিজিসি -১৪০) (জানুয়ারি ২০২৫ এর জন্য নির্ধারিত) এর জন্য অনলাইনে আবেদনকরার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

আবেদনের সময়সীমা ১০ এপ্রিল ২০২৪ থেকে ৯ মে ২০২৪ পর্যন্ত

OFFICER ENTRY

Online applications are invited for Technical Graduate Course (TGC-140) (scheduled in Jan 2025).

Applications open from **10 Apr 2024** to **09 May 2024**.

উল্লেখ্য:

১. সেনাবাহিনীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং বিনামূল্যে। দালাল চক্র থেকে সাবধান থাকুন।

২. বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তির জন্য **www.joinindianarmy.nic.in** এ ভিজিট করুন।

Note :

1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in

CBC 10601/11/0002/2425

খেলাঙ্গন

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটের ফাইনালে আজ এগিয়ে চলো, এ.ডি নগরের লড়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নতুন ফাইনালে নতুন মুখ। সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি আসরের ফাইনালে যে দুটো দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল, ৫০ ওভারের ম্যাচে ঠিক সেই দুটি দলই সেমিফাইনালে ছিটকে গেছে। নতুন দুটি দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে খেতাবি লড়াইয়ে। আগামীকাল এমবিবি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ ও এ.ডি নগর প্লে সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। উল্লেখ্য, এবারের আসরে অংশগ্রহণকারী মোট ১১ টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলা শেষে দুটি গ্রুপ থেকে সেরা দুটি করে দল অর্থাৎ চারটি দলকে নিয়ে মূল পর্ব তথা সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বামুটিয়ায় তালতলা স্কুল মাঠে ২১ এপ্রিল রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে এগিয়ে চলো সংঘ ৪ উইকেটের ব্যবধানে ব্লাড মাউথ ক্লাবকে পরাজিত করে ফাইনালে প্রবেশ করেছে।

প্রথমে ব্যাটিং এর সুবিধা পেয়ে ব্লাড মাউথ ১৬০ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে এগিয়ে চলো সংঘ ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়।

দ্রুপরদিন সোমবার মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে অপর সেমিফাইনালে এডি নগর প্লে সেন্টার লো স্কোরিং ম্যাচে ৭ উইকেটে জুট মিল কোচিং সেন্টারকে হারিয়ে ফাইনালে উন্নীত হয়েছে।

জুটমিল কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেও ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

মাত্র ৫২ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে এডি নগর প্লে সেন্টার জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায় ৩ উইকেট হারিয়ে। আগামীকাল এমবিবি স্টেডিয়ামে এগিয়ে চলো সংঘ বনাম এডি নগর প্লে সেন্টারের মধ্যে সিনিয়র মহিলাদের ক্রিকেট ফাইনাল ম্যাচ ঘিরে স্টেডিয়ামে প্রচুর দর্শকাগম ঘটবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে।

সদর বি-বিশালগড় মুখোমুখি : অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ফাইনাল আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ শুরু হচ্ছে আগামী কাল থেকে।

অনূর্ধ ১৩ চ্যাম্পিয়ন সদর বি পুনরায় অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ফাইনালে খেলছে। আগামীকাল থেকে দ্বি-মুকুটের লক্ষ্যে সদর-বি মাঠে নামবে। প্রতিপক্ষ বিশালগড়ের বিরুদ্ধে। দুদিনের ম্যাচ। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডেইনিংসের খেলা। প্রতিদিন ৯০ ওভারের হিসেবে। সারা রাজ্য থেকে, বিশেষ করে সদরের দুটো দলকে নিয়ে ১৯ টি মহকুমা দল অনূর্ধ ১৫ রাজ্য আসরে গ্রুপ লীগ পর্যায়ে অংশ নিয়েছিল। চারটি গ্রুপ থেকে চারটি সেরা দল সেমিফাইনালে তথা মূল পর্বে নকআউট পর্যায়ে খেলার ছাড়পত্র পায়।

২১ এপ্রিল, রবিবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে প্রথম সেমিফাইনালে সদর বি ৬ উইকেটের ব্যবধানে গন্ডাছড়াকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। একই সময়ে টি আই টি গ্রাউন্ডে অপর সেমিফাইনালে বিশালগড় মহকুমা দলও ছয় উইকেটের ব্যবধানে উদয়পুর কে পরাজিত করে ফাইনালের টিকিট ছিনিয়ে নিয়েছে। আগামীকাল থেকে শুরু হতে যাওয়া খেতাবি লড়াই তথা ফাইনাল ম্যাচ ঘিরে ক্রিকেট মহলে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে।

আইপিএলে সিএসকে বনাম এলএসজি ম্যাচ, হেড টু হেড রেকর্ড ও পরিসংখ্যানে কে এগিয়ে

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : মঙ্গলবার চেন্নাই সুপার কিংস চেন্নাইয়ের এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে আয়োজক লখনউ সুপারের।প্রথম সাক্ষাৎকারে লখনউ সুপারের কাছে হেরে গিয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস।মঙ্গলবার প্রতিশোধ নিতে চাইবে চেন্নাই সুপার।পরিসংখ্যান এবং হেড টু হেড রেকর্ডে দুটি দল কি অবস্থায় তা একবার দেখে নেওয়া যাক।

আইপিএলে সিএসকে বনাম এলএসজি হেড-টু-হেড রেকর্ড:
**খেলা হয়েছে: ৪টি
**চেন্নাই সুপার কিংস জিতেছে: ১টি
**লখনউ সুপার জায়ান্টস জিতেছে: ২টি
**কোন ফলাফল নেই: ১টি
**শেষ ফলাফল: এলএসজি ৮ উইকেটে জিতেছে (২০২৪)

চেন্নাইয়ে সিএসকে বনাম এলএসজি আইপিএল হেড টু হেড রেকর্ড:
**খেলা হয়েছে: ১টি
***সিএসকে জিতেছে : ১টি
**এলএসজি জিতেছে : ০
**শেষ ফলাফল: চেন্নাই ১২ রানে জিতেছে (২০২৩)

চেন্নাইয়ে সিএসকে আইপিএল রেকর্ড:
**খেলা হয়েছে : ৬৭টি
**জিতেছে : ৪৮টি
**হেরেছে : ১৮টি
**ফলাফল হয়নি: ১টি।
**সর্বোচ্চ স্কোর: ২৪৬/৫ বনাম রাজস্থান রয়্যালস (২০১০)
**সর্বনিম্ন স্কোর: ১০৯ (১৭.৪) বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (২০১৯)।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে, চ্যাম্পিয়নের দাবিদার তিনটি দল

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা হচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে। শিরোপার লড়াই হচ্ছে ত্রিমুখী। আর্সেনাল, লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটির মধ্যে। ৩৩ রাউন্ডে এসেও কে শিরোপা জিতবে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। এই তিনটি দলের মধ্যে মাত্র একটি-দুটি পয়েন্টের পার্থক্য। মজার ব্যাপার হচ্ছে আগের সপ্তাহে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতা থেকে এই তিনটি ক্লাব বিদায় নেওয়ায় তাদের মনোযোগ এখন প্রিমিয়ার লিগে! এই তিন দলের মধ্যে লড়াইয়ে আপাতত শীর্ষে আছে আর্সেনাল।উলভসকে হারিয়ে ম্যানচেস্টার সিটিকে টপকে গেছে গানাররা। এফএ কাপে খেলার জন্য এখনও এ রাউন্ডে লিগ ম্যাচ খেলেনি সিটিজেনরা। তাদের অনুপস্থিতির সুযোগটাই নিয়েছে গানাররা। অ্যাস্টন ভিলা এবং বায়ার্নের কাছে চ্যাম্পিয়নস লিগে হারের ধাক্কা সামলে উঠে ভালোভাবেই মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল দল ফিরে এসেছে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াইয়ে।ত্রিমুখী এই লড়াইয়ে এখন দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে লিভারপুল। ফুলহামের মাঠে ৩-১ গোলের জয়ে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল অলরেডরাও টপকে গেছে ম্যানসিটিকে। ইউরোপা লিগে দুই লেগ মিলিয়ে আতালান্তার কাছে দের ধাক্কাটা সামলে উঠেছে অলরেডরা। আর তাতেই পেছনে পড়ে গেছে চলতি রাউন্ডে মাঠে না নামা ম্যানসিটি। তবে দ্বিতীয়স্থানে থাকলেও আর্সেনালের সমান পয়েন্ট কিন্তু লিভারপুলেরও। ৩৩ ম্যাচ থেকে দুই দলেরই ৭৪ পয়েন্ট। তবে গোল পার্থক্যে কিছুটা এগিয়ে থাকায় লিভারপুলের চেয়ে উপরে রয়েছে আর্সেনাল।শিরোপা যুদ্ধে তিন নম্বরে আছে ডিফেনডিং চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি। শিরোপা জয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে ম্যান সিটি। কারণ, আর্সেনাল ও লিভারপুলের চেয়ে তাঁরা একটা ম্যাচ কম খেলেছে। ওই দুই দলের চেয়ে তাঁরা পিছিয়ে মাত্র এক পয়েন্ট। তাই আর্সেনাল ও লিভারপুল দুই ক্লাবকেই পেছনে ফেলার সুযোগ আছে সিটিজেনদের। কারণ নিজেদের বাকী ৬ ম্যাচ জিতলেই আবারও শিরোপা জিতবে পেপ গার্দিওলার দল। সুতরাং ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা-ম্যানসিটি, লিভারপুল না আর্সেনালের? উত্তর জানতে সময়ের অপেক্ষাই করতে হবে ফুটবল প্রেমীদের!

আবার এসি মিলানকে হারিয়ে ২০তম লিগ শিরোপা জিতল ইন্টার মিলান

সানসিরো, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : সান সিরোয় সোমবার রাতে রোমাঞ্চে ঠাসা ম্যাচে এসিমিলানকে ২-১ গোলে হারিয়ে ২০তম লিগ শিরোপা জিতল ইন্টার মিলান।পাঁচ ম্যাচ হাতে রেখেই সেরি আ চ্যাম্পিয়ন হল ইন্টার।২০২১ সালে ইন্টারের দায়িত্ব নিয়ে প্রথম সেরি আ জয়ের স্বাদ পেলেন কোচ ইনজাগি।ম্যাচের ১৮ মিনিটে ইন্টারকে এগিয়ে নেন ইতালিয়ান ডিফেন্ডার ফ্রান্সেসকো আচের্বি। দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে গোল দ্বিগুণ করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড মার্কাস থুরাম।আর ম্যাচ শেষ হওয়ার দশ মিনিট আগে ব্যবধান কমিয়ে খেলায় রোমাঞ্চ বাড়ান ফিকায়ো তোমোরি। গোল পেয়ে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে বাকি সময়টা। আক্রমণ চালিয়েও গোল করতে ব্যর্থ হয়।দুই মরসুম পর আবারও শিরোপা জিতে উৎসব শুরু হয় ইন্টার শিবিরে।এবারের লিগে এখনও পর্যন্ত একটি গত সেপ্টেম্বরে সাস্সুয়োলোর বিপক্ষে একটি ম্যাচই হেরেছে ইন্টার। এখন ৩৩ ম্যাচে ২৭ জয় ও ৫ ড্রয়ে তাঁদের পয়েন্ট ৮৬।তাঁদের চেয়ে ১৭ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে এসি মিলান।

NOTIFICATION

'Information on the admission at Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology, Trivandrum for the academic session July 2024'

In reference to the Letter No.DAA/Admission-Jul 2024/SCTIMST/2024 dated 26/03/2024, this is for information to all concerned that Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology, Trivandrum (SCTIMST), an institute of National Importance with the status of University by an Act of Parliament in 1980, Department of Science & Technology, Government of India, is conducting following programmes: (i) M. Tech in Biomedical Engineering, (ii) Master of Public Health, (iii) Diploma of Public Health, and (iv) Ph. D. Like previous years, this year also academic session at SCTIMST will be commenced from July 2024. Detailed and online application is available in the institute website: https://www.sctimst.ac.in/Academic%20and%20Research/Academic/Admissions/.

ICA/D/100/24

Signed by
Nripendra Chandra Shamma
te. 2bama)1
1:47:20 Reabone Approved
Directorate of Higher Education,
Government of Tripura.

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রূপসীতে ফুটবলারদের 'ময়দান' দেখতে আমন্ত্রণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা: ফুটবলারদের জন্য দারুন খবর। বিনোদনমূলক সিনেমা দেখার আয়োজন এবং আমন্ত্রণ। আগামীকাল বিকেল ৪.৩০ মিনিটে আগরতলার রূপসী সিনেমা হলে 'ময়দান' ছবিটির একটি বিশেষ শো-র ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ছবিটি ফুটবল খেলোয়াড় এবং ফুটবল প্রেমীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এই বিষয়ে আয়োজকদের পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণও জানানো হয়েছে।

সিরি 'আ' ক্লাবে কোচের দায়িত্ব পেলেন ইতালির বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ক্যানাভারো

উদিনে, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : সিরি ''আ''তে অবনমন অঞ্চলে নেমে যাওয়া এড়াতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে উদিনেসে। এই কারণে কোচ গাব্রিয়েলে চফিকে ছাঁটাই করে গতকাল ফ্যাবিও ক্যানাভারোকে নিয়েছে ক্লাবটি। ফ্যাবিও ইতালির অধিনায়ক ছিলেন ২০০৬ বিশ্বকাপে। জিতেছেন বিশ্বকাপও। সর্বকালের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার হিসেবেও তিনি পরিচিত। ২০০৬ ব্যালন ডি'অরজয়ী ক্যানাভারো '২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত মেয়াদে চুক্তি সই করেছেন' বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে উদিনেসে। ক্যানাভারো তার কাজ শুরু করবেন আগামী বৃহস্পতিবার। সেই দিন তাঁকে উদিনেসের ডাগ আউটে দেখা যাবে কোচ হিসেবে।

লিগ ওয়ান : লিওঁকে হারিয়ে শিরোপার কাছাকাছি পিএসজি

প্যারিস, ২২ এপ্রিল (হি.স.): লিওঁকে হারিয়ে লিগ শিরোপার আরও কাছে পৌঁছে গেল পিএসজি। রবিবার (২১ এপ্রিল) পার্ক দে প্রিন্সেসে লিওঁকে ৪-১ গোলে হারল পিএসজি। এই জয়ের ফলেলিগ ওয়ানে টানা ২৪ ম্যাচে অপরাজিত থাকল পিএসজি। সদ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বার্সেলোনাকে হারান পিএসজি এই ম্যাচে এমবাপ্পে ও দেম্বেলেকে ছাড়াই মাঠে নামে। তবুও সহজ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে এনরিকের দল পিএসজি।সবকটি গোলই হয়েছে ম্যাচের প্রথমার্ধে।

আইএসএলের প্রথম সেমিফাইনালে মোহনবাগান এসজি ওডিশা এফসির মুখোমুখি হচ্ছে

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : মঙ্গলবার ওডিশার কলিঙ্গা স্টেডিয়ামে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) সেমিফাইনালে প্রথম লেগে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ওডিশা এফসি মুখোমুখি হচ্ছে।এই মরসুমে লিগ পর্বের দুটি ম্যাচের সাক্ষাৎকারে ফলাফল ছিল ২-২ ও ০-০। কয়েকদিন আগে লীগ ও শিল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ওডিশার কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে এদিন সেমিফাইনালে মুম্বই সিটি এফসির মুখোমুখি হওয়ার আগে তাঁরা কলকাতা যুবভারতীতে ২-১ গোলে মুম্বইকে হারিয়েছে।আর সেমিফাইনালে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য নক-আউট ম্যাচে কেরল ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ২-১—এ জয় পেয়েছে ওড়িশা এফসি। ২৮ এপ্রিল যুবভারতী স্টেডিয়ামে হবে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচ। ওডিশা এফসি বনাম মোহনবাগান এসজির হেড-টু-হেড রেকর্ড:
**খেলা হয়েছে — ৯টি
**ওডিশা এফসি জিতেছে: ০
**মোহনবাগান এসজি জিতেছে: ৪টি
**অমীমাংসিত থেকেছে : ৫টি।

এবারের মত মিচেল মার্শের আইপিএল শেষ

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : আর আইপিএলের বাকি মরসুমে দেখা যাবে না অলরাউন্ডার মিচেল মার্শকে। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারাতে তিনি ১২ এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছেন। দিল্লি শিবিরে খবর এসেছে সেই চোট থেকে এখনও পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি মার্শ। দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ রিকি পন্টিং সোমবার রাতে জানিয়েছেন, এবার আর ভারতে ফেরার সম্ভাবনা নেই মার্শের। আইপিএলে দিল্লির হয়ে ৩ এপ্রিল শেষ ম্যাচ খেলে মার্শ ১২ এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ার পার্থে ফিরে গেছেন। দেশে ফিরে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট সারাতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) মেডিকেল স্টাফদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এই তারকা।রিকি পন্টিং বলেন, মার্শ দেশে ফেরার সময় বলা যায়নি কবে ফিরবেন আইপিএলে। কারণ চোট থেকে সেরে উঠতে তাঁর পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন ছিল।

৪১ অম্পি নগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত অম্পিনগর গার্লস স্কুলের মাঠে নির্বাচনী জনসভায় একান্ত আলাপ চারিতায় ব্যস্ত মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ এবং পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে

নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত ভোটকর্মীদের ইডিসি ভোটের জন্য ৪টি ভোটকেন্দ্রে ১০০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে: রিটার্নিং অফিসার

আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় ক্ষেত্রের নির্বাচনে গত ১৯ এপ্রিল যে ভোট পড়েছে তাতে অনিয়ম রয়েছে বলে রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ করা হয়েছিল। এ সমস্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় ক্ষেত্রের রিটার্নিং অফিসার তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার এক প্রেস নোটে জানিয়েছেন, অভিযোগের বিষয়গুলি নিয়ে তদন্ত করা হয়েছে। প্রেস নোটে তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনও ধরনের অনিয়ম হয়নি। যে চারটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের প্রদত্ত ভোটের শতাংশ নিয়ে অভিযোগ এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের এআরওদের কাছ থেকে রিপোর্ট আনা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের ইডিসি ভোটের জন্য ভোটের শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ভোটকেন্দ্রগুলি ছিল এআরও হেডকোয়ার্টার, ডিসপারসেল সেন্টার বা স্ট্রং রুমের কাছে। তাছাড়া কিছু রিজার্ভড ভোটকর্মীও কাছাকাছি এলাকাতে নিযুক্ত ছিলেন। তাই এই ভোটকর্মীরাও ইলেকশন ডিউটি সার্টিফিকেট দেখিয়ে সেখানে ভোট দিয়েছেন। এনকোর অ্যাপ্লিকেশনে নির্বাচকদের যে সংখ্যা দেখানো হয়েছে তা হচ্ছে ঐ ভোটকেন্দ্রের নির্বাচক তালিকায় যতজন নির্বাচক রয়েছেন সেই সংখ্যা। এনকোরের মোট কলামে নির্বাচন কর্মীদের প্রদত্ত ভোট যোগ হয়নি। কিন্তু মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে নির্বাচন কর্মীদের ভোট যোগ করা হয়েছে। তাই কোনও কোনও ভোটকেন্দ্রে দেখা গেছে ১০০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে।

যেসব ভোটকেন্দ্র নিয়ে অভিযোগ এসেছে সেই ভোটকেন্দ্রগুলি সম্পর্কে বিশদ তথ্য দিয়ে প্রেস নোটে রিটার্নিং অফিসার জানিয়েছেন, ১০-মজলিশপুর বিধানসভা ক্ষেত্রের ৪৪ নং ভোটকেন্দ্রে অ্যাসাইন্ড ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে ৫৪৫ জন। এরমধ্যে ভোট দিয়েছেন ৪৯৮ জন অর্থাৎ ৯১.৩৭ শতাংশ। অন্যান্য বিধানসভা ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে নিযুক্ত ভোটকর্মীদের ইডিসি ভোট পড়েছে ৬৮টি। অর্থাৎ সর্বমোট ভোট পড়েছে ৫৬৬। তাই মোট ১০৩.৮৫ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে দেখা গেছে। ১০/৪৪ বীরেন্দ্রনগর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এআরও হেড কোয়ার্টারের কাছাকাছি হওয়াতে রিজার্ভে থাকা ভোটকর্মী ও এআরও অফিসের অধিকাংশই সেখানে ভোট দিয়েছেন। তাই এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে বেশি সংখ্যায় ভোটকর্মী ইডিসি দেখিয়ে ভোট দিয়েছেন।

৫-খয়েরপুর বিধানসভা ক্ষেত্রের ৪৪ নং অংশে সাধারণ ভোটারের মোট সংখ্যা ১২৯০। এরমধ্যে ১০৫৩ জন ভোট দিয়েছেন। পাশাপাশি ভোটকর্মীর ভোট পড়েছে ৭টি। তাই সর্বমোট ভোটের সংখ্যা ১০৬০ অর্থাৎ ৮২.১৭ শতাংশ ভোট পড়েছে। ৫/২৫ খয়েরপুর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৮৪০ জন। এরমধ্যে ভোট দিয়েছেন ৭৩৪ জন এবং নির্বাচনে নিযুক্ত ভোটকর্মীর ইডিসি ভোট পড়েছে ৫টি। তাই মোট ৭৩৯ জনের ভোট পড়েছে অর্থাৎ ৮৭.৯৭ শতাংশ ভোট পড়েছে।

২-মোহনপুর বিধানসভা ক্ষেত্রের ৩৮ নং ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৪৫২ জন। এরমধ্যে ভোট দিয়েছে ৪২৯ জন এবং নির্বাচনে নিযুক্ত ভোটকর্মীদের ইডিসি ভোট পড়েছে ৬৩টি। তাই সর্বমোট প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা ৪৯২। তাই এনকোরে ১০৮.৮৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। এএখানে উল্লেখ্য, ২/৩৮ ফকিরামুড়া জেবি স্কুল দক্ষিণ অংশের ভোটকেন্দ্রটি হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের কাছাকাছি। স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে মোহনপুর মহকুমার তিনটি বিধানসভা ক্ষেত্রের ইভিএম-এর স্ট্রং রুম ও ডিসপারসেল সেন্টার। নির্বাচনের দিন সমস্ত রিজার্ভে থাকা ভোটকর্মী এবং স্ট্রং রুমে কর্মরত কর্মীরা এই ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন।

তাছাড়া ২০ এপ্রিল সকাল ১১টায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও জেনারেল অবজারভারদের উপস্থিতিতে জেলাশাসকের অফিসে ভোটকর্মীগুলির যাবতীয় কিছু খতিয়ে দেখা হয়। বেশি মাত্রায় ভোট পড়েছে একমাত্র ভোটকর্মীদের ভোটের কারণে। নির্বাচনে কোনোপ্রকার অনিময় হয়নি।

ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট অ্যাসো মহকুমা শাসক সকাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ২৩ এপ্রিল।। নির্বাচনের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে মহকুমার সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নির্বাচনী খবর সংগ্রহ করতে গেলে নিজ এক্তিয়ার সম্পর্কে অবগত থেকেই খবর সংগ্রহ করেন বার্তাজীবিরা। অথচ পোলিং স্টেশনগুলির ভিতর কিছু প্রিসাইডিং অফিসার এবং কতিপয় আধাসামরিক বাহিনির ন্যাক্কারজনক ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্ত বিষয়গুলো ছাড়াও ভোট গননার দিন সাংবাদিকদের জলখাবার ও দুপুরের খাবারের ব্যবস্থার দাবী নিয়ে লংতরাইভ্যালী মহকুমা শাসক উওম কুমার ভৌমিকের সাথে সাক্ষাত করেন ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের লংতরাইভ্যলী কমিটির সদস্যরা।

বিষয়গুলো নিয়ে অবগত হয়ে মহকুমা শাসক জানান ভোটের দিনও সাংবাদিকদের জন্য উপযুক্ত বসার জায়গায় ও খাবারের বিষয়গুলো তিনি ব্যক্তিগতভাবেই ব্যবস্থা করে দেবেন। পাশাপাশি মুখ্য দাবী অর্থাৎ নির্বাচনের দিন সাংবাদিকের সাথে অসহযোগিতা বিষয়টি নিয়ে বলতে গিয়ে উত্তমবাবু বলেন বারবার নির্বাচনী আচরণবিধি নিয়ে ট্রেনিং দেওয়ার পরও সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনে অসহযোগিতা করাটা বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি প্রতিটা সেক্টরের দায়িত্বে যে অফিসার থাকবেন উনার ফোন নম্বর সাংবাদিকদের দিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান। প্রতিটি সেক্টরের দায়িত্বশীল অফিসারকে অবগত করে দেওয়া হবে যেকোনো ভোটকেন্দ্রে এমন ঘটনার খবর এলেই যেন তার দ্রুত সমাধান করা হয়। মহকুমা শাসকের সাথে সাক্ষাৎকারে সামিল হন টিডব্লউজের রাজ্যকমিটির সদস্য অসীম দাস, লংতরাইভ্যালী কমিটির সভাপতি ঝুলন বড়ুয়া, সম্পাদক রুপম দাস সহ মোট ১২ জন সদস্য।

নিখোঁজ যুবককে খুঁজে পেতে আর্তনাদ পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩ এপ্রিল।। শ্রীরামপুর ৫ নং ওয়ার্ড এলাকায় বিগত ১১ মাস পূর্বে নিখোঁজ হওয়া যুবককে ফিরে পাওয়ার জন্য মঙ্গলবার সকালবেলা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয় এলাকাবাসী। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,ওই এলাকার বাসিন্দা পৃথ্বীশ দাস নামে এক যুবক ২০২৩ সালের মে মাসের ২৪ তারিখ হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর তার সন্ধান না পেয়ে ২০২৩ সালের মে মাসের ২৫ তারিখ কৈলাসহর থানায় একটি মিসিং ডায়েরি করে পৃথ্বীশ দাসের পরিবারের লোকেরা। সে সিএসপি সেন্টারে কাজ করত। তবে সে কি কারনে হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে গেল সেই বিষয়ে কিছু জানা যায়নি।

পরবর্তী সময় পৃথ্বীশ দাসের পরিবারের লোকেরা ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক, জেলা পুলিশ সুপার ও কৈলাসহর মহকুমা শাসককে লিখিতভাবে জানানোর পরও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এখন পর্যন্ত তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তাই এলাকাবাসীরা আজ তাকে ফিরে পাওয়ার জন্য সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়। পৃথ্বীশ দাসের বড় ভাই গৌতম দাস সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন আমি আমার ভাইকে ফিরে পেতে চাই।বর্তমানে ও বাড়িতে না থাকার কারণে আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই প্রসাশন যেন এই বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে ব্যবস্থা গ্রহন করেন তার দাবি জানিয়েছেন তার পরিবারের সদস্যরা।

কৃতি সিং দেববর্মার সমর্থনে ধর্মনগরে মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ এপ্রিল।। ৫৬ নং বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিশ্ববন্ধু সেনের নেতৃত্বে মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মার সমর্থনে মহা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার বিকাল পাঁচটায় ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে এক মহা মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, ধর্মনগর মন্ডলের সভাপতি শ্যামল নাথ, ধর্মনগর পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার সহ ধর্মঘর মন্ডলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-নেত্রীবৃন্দ।

বিশ্ববন্ধু সেন জানান এই নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী কীর্তি সিং দেববর্মার জয় নিশ্চিত এবং তা বিশাল ভোটের ব্যবধান। কংগ্রেস এবং সিপিএমের অশুভ জোটকে ২০২৩ এর নির্বাচনে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। এ নির্বাচনী ও মানুষ এই জোটকে ধরা সেই করে ফেলবে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে এবং এই রাজ্য তথা ভারতবর্ষের মানুষের নিরাপত্তা উন্নয়ন অর্থনৈতিক অবস্থা সামাজিক অবস্থা প্রযুক্তিগত অবস্থা সবদিক দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মোদিকে তৃতীয়বারের জন্য ভারতের মানুষের একান্ত দরকার। তাই দলে দলে ৫৬ নং বিধানসভায় এলাকার মানুষ একত্রিত হয়ে আজ এই মহা মিছিলে যোগদান করেছে।

ভোটদানে জনগণকে সচেতন করতে তেলিয়ামুড়ায় নৌকার‍্যালি সংঘটিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ এপ্রিল।। ভোটদানে জনগণকে সচেতন ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অভিনব কৌশলে সচেতনতা কর্মসূচি পালন করা হলো তেলিয়ামুড়ায়। নতুন ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করতে অভিনব পন্থায় নৌকা রেলি সংঘটিত করলো মহকুমা প্রশাসন। এই রেলিতে অংশ নিলেন জেলা শাসক, জেলা পুলিশ আধিকারিকসহ বিভিন্ন আধিকারিকগণ।আগামী ২৬ এপ্রিল রাজ্যের পূর্ব ত্রিপুরা আসনে নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন তথা প্রশাসনের তরফ থেকে বিশেষ করে নতুন ভোটারদের সহ সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ তৈরি করার জন্য নানাবিধ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই মঙ্গলবার পড়ন্ত বিকেলে চাকমাঘাট নৌকোঘাটে এক রেলির মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্থাৎ ভোট দানে সদর্থকভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক চান্দ্রিনি চন্দ্রন , জেলা পুলিশ সুপার ডঃ রমেশ রেড্ডি, অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী মহকুমা শাসক শীর্যেন্দু দেববর্মা সহ আধিকারিক। মোটএগারোটি নৌকা এই কর্মসূচিতে অংশ নেয়।জেলা শাসক জানান সকলে আগামী ২৬ তারিখ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তার জন্য এই কর্মসূচি। তিনি আশাবাদী যেভাবে সাধারণ মানুষরা এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সচেতনতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন, তাতে আগামী ২৬ তারিখ সদর্থক ভাবে ভোটদানে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে এই গণতান্ত্রিক উৎসব সার্বিকভাবে সাফল্যমন্ডিত হবে।তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে সকলকে ভোট দেওয়ার আহবান জানিয়ে এবং নতুন ভোটারদের উৎসাহ প্রদান করতে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় প্রথম নাটক অটো রেলি সহ বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল এর মধ্যে মঙ্গলবারের এই কর্মসূচিতে উপভোগ করতে প্রচুর জনগণ নৌকা ঘাটে উপস্থিত হন।

বিদ্যুৎ দপ্তরে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ এপ্রিল।। থানার ঢিল ছোরা দুরত্বে অবস্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরের চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল বিদ্যুৎ সাড়াইয়ের কাজের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।

নির্বাচনের প্রাক মূহুর্তে তেলিয়ামুড়া থানার নিকট অবস্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে সোমবার রাতে হাত সাফাই করল চোরের দল। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশন ২ এর স্টোর রুমে গতকাল রাতে কোন একসময়ে চোরেরা বিদ্যুৎ সাড়াইয়ের কাজের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। বুধবার সকাল নাগাদ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দপ্তরের কর্মীরা।

তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশন ২ এর মেনেজার আনুরুধ্য দাসজানিয়েছেন, গতকাল রাতে নাইট ডিউটিতে যে সমস্ত কর্মী ছিলেন তাঁরা রাত আনুমানিক তিনটা নাগাদ অফিস কক্ষে ছিলেন। সম্ভবত এর পরই চুরির ঘটনা সংগঠিত হতে পারে বলেও জানান।

এখন প্রশ্ন হল তেলিয়ামুড়া থানার নাকের ডগায় অবস্থিত বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিস সেই জায়গায় চুরি রাতের তেলিয়ামুড়া কতটুকু সুরক্ষিত। এর উপর আবার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রয়েছে বাড়তি সুরক্ষা। এর পর চুরির ঘটনায় চিন্তিত বিভিন্ন মহল।

৮ জোলাইবাড়িতে ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ৩৮ জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহনের প্রক্রিয়া চলছে। আগামী ২৬ এপ্রিল জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচন।

এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটে নিযুক্ত কর্মী, সাংবাদিকদের ব্যালট পেপারে ভোট গ্রহনের প্রক্রিয়া চলছে। রবিবার থেকে চলছে ভোটগ্রহনের প্রক্রিয়া। জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে ব্যালটে ভোটার সংখ্যা রয়েছে ৫৪৩ জন।

মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য জানিয়েছেন, বেলা ১২ টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত মোট ভোট দিয়েছে ৪৫৬ জন। আগামী ২৬ শে এপ্রিল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সমস্ত প্রকারের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। গত ১৯ এপ্রিলের মত আগামী ২৬ এপ্রিল যাতে করে সুষ্ঠভাবে ভোটগ্রহনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ন হয় তারই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে মহকুমা প্রসাশন।এদিন তিনি আরও বলেন, আজকের দিনে শান্তির বাজার দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ে ব্যালট পেপারে ভোট প্রদানের জন্য লোকজনেরা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে উৎসবের মেজাজে ভোট দিয়েছে।

চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করলো মেলাঘর থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। চুরি হওয়া বাইক উদ্ধার করল মেলাঘর থানার পুলিশ। বাইকের মালিক ধন্যবাদ জানালো মেলাঘর থানার পুলিশকে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মেলাঘর থানাধীন নলচর ব্লক এলাকার মৃত রতন লাল ভৌমিক এর ছেলে বিশ্বজিৎ ভৌমিক গত ১৬ এপ্রিল নলচর বিওসি সংলগ্ন মূল সড়কের পাশ থেকে নিজের সুপার স্কেন্ডার বাইকটি রেখে কৃষি খেতে যান কাজ করতে। কৃষিকাজ করে এসে দেখেন নির্দিষ্ট স্থানে তার বাইকটি নেই। এরপর বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে বাইকটির সন্ধান না পেয়ে বাইকের মালিক বিশ্বজিৎ ভৌমিক মেলাঘর থানায় জিডি এন্টি করেন। এরপর মেলাঘর থানার পুলিশ মাঠে কোমড় বেঁধে নামেন বাইকটিকে উদ্ধার করার জন্য। অবশেষে মেলাঘর থানার এস আই তমুর রহমান মোহনভোগ কালাপানিয়া এলাকা বিভিন্ন যানবাহন চেকিং এ বসেন এবং পুলিশের কাছে আগাম খবর ছিল চুরি হওয়া বাইকটি নিয়ে চোর এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করেন। আর পুলিশ ও সেদিন ওত পেতে বসে থাকে।

চুরি হওয়া বাইকটি নিয়ে চোর কালাপানিয়া আসলে পুলিশকে দেখে বাইকটি ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত মেলাঘর থানায় এস আই তমুর রহমান বাইকটিকে উদ্ধার করে মেলাঘর থানা নিয়ে এসে তার সঠিক তদন্ত করে সোমবার রাতে বাইকের মালিক বিশ্বজিৎ ভৌমিকের হাতে বাইকটি তুলে দেন। মেলাঘর থানার পুলিশের এ ধরনের সাফল্যকে মানুষ সাধুবাদ জানাচ্ছে।

শাহজাহানের ভাইয়ের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি ইডির

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : সন্দেশখালি মামলায় এখনও নিখোঁজ শাহজাহান শেখের ভাই সিরাজুদ্দিন শেখ। তদন্তকারী সংস্থা ইডির আশঙ্কা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে সিরাজুদ্দিন। সেই আশঙ্কা থেকেই এবার শাহজাহানের ভাইয়ের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। এই লুক আউট নোটিশ জারি করে দেশের সমস্ত বিমানবন্দরকে সতর্ক করা হয়েছে। সিরাজুদ্দিনের ছবি এবং তাঁর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য তুলে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে। সতর্ক করা হয়েছে সীমান্ত এলাকার প্রশাসনকেও।

সন্দেশখালি কাণ্ডের নায়ক তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ বর্তমানে রয়েছেন ইডির হেপাজতে। জমি দখল করে ভেড়ি বানানো, সাধারণের উপর নির্যাতন-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে শাহজাহানের ওপর। সন্দেশখালির এই 'বেতাজ বাদশাহ' শেখ শাহজাহানকে প্রথমে গ্রেপ্তার করে রাজ্য পুলিশ। পরে ইডির হাতেও গ্রেফতার হন কুকর্মের নায়ক। আপাতত তিনি ইডির হেপাজতে। দাদার কুকর্মের দোসর হওয়ায় গ্রেফতার হয়েছেন তার এক ভাই আলমগিরও। সন্দেশখালির তদন্তে নেমে শাহজাহানের অপর ভাই সিরাজুদ্দিনের বিরুদ্ধেও বহু অভিযোগ পায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাই তাকেও হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সিরাজুদ্দিনের খোঁজ মেলেনি। সেই কারণে ইডির আশঙ্কা, বিদেশে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারেন তিনি। আর তাই লুক আউট নোটিশ জারি করা হল।

উত্তর হাওড়ার বহুতল আবাসনে অগ্নিকাণ্ড

হাওড়া, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর হাওড়ার বহুতল আবাসনে মঙ্গলবার ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৫ টি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় দমকল বাহিনী।এই বহুতলে কিভাবে আগুন লাগল সে সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও দমকল বিভাগ। আগুন লাগার ফলে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

দখলকৃত জমি ফিরে পেলেন প্রকৃত মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ এপ্রিল।। আদালতের রায়ে দখল কৃত জায়গা ফিরে পেয়ে খুশি জায়গার প্রকৃত মালিক সুজাত আলী। মঙ্গলবার আইনি জটিলতা পেরিয়ে দীর্ঘ ৮ বছর পর জায়গাটি নিজের দখলে নিলেন তিনি। ঢাকঢোল পিটিয়ে জমির মালিক এদিন জমিটি দখল করলেন।

জানা গেছে, সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মোহনভোগ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪নং ওয়ার্ডের সুজাত আলীর ৮৬ শতক অর্থাৎ ১ কানি ৩ গন্ডা টিলা ভূমি একই এলাকার মনু মিয়া নামে এক ব্যক্তি দখল করে নেয়। পরের জায়গার প্রকৃত মালিক সুজাত আলী উনার জায়গার সমস্ত নথিপত্র নিয়ে উনার দখলকৃত জায়গা ফিরে পেতে গত আট বছর আগে আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন।আট বছর ধরে মামলাটি আদালতে চলার পর বিচারক সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে দখলকৃত জায়গাটি সুজাত আলীর বলে রায় দেন। আদালতের এই রায়ের পর সরকারি আধিকারিকদের সামনে মালিক সুজাত আলীর সম্পূর্ণ জায়গায় পিলার বসানো হয়। এদিকে মঙ্গলবার আদালতের এই ন্যায্য বিচারের মাধ্যমে দখলকৃত জায়গা ফিরে পেয়ে সুজাত আলী আদালতের বিচার ব্যবস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ডিফু আসনে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে ঝড় মন্ত্রী নন্দিতা এবং সিইএম দেবোলালের

হাফলং (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : ডিফু লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী অমরসিং তিসুর হয়ে মঙ্গলবার প্রচারে ঝড় তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লসো এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) দেবোলাল গার্লসো।মঙ্গলবার ডিমা হাসাও জেলার হারাঙ্গাজাও এবং হাফলং শহরে দুটি নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী নন্দিতা গার্লসো ও সিইএম দেবোলাল গার্লসো। নির্বাচনী জনসভায় মন্ত্রী নন্দিতা গার্লসো বিজেপি প্রার্থী অমরসিং তিসুকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান।জনসভায় উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লসো নরেন্দ্র মোদীকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসানোর জন্য বিজেপি প্রার্থী অমরসিং তিসুকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্তিশালী করার আহ্বান জনান সবাইকে। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদী পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হলে কার্বি আংলং, পশ্চিম কার্বি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলার উন্নয়ন তরান্বিত হবে।তিনি এদিন নির্বাচনী জনসভায় এপিএইচএলসি প্রার্থী জনইংতি কাথারের সমালোচনা করে বলেন, বিজেপি সরকার নাকি ষষ্ঠ তফশিলি উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ধরনের অপপ্রচার চালিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন জনইংতি কাথার। কিন্তু এতে ইভিএমে ডিমা হাসাও জেলায় কোনও প্রভাব পড়বে না বলে দাবি করে দেবোলাল বলেন ষঠ তফশিলিকে রক্ষা করলে একমাত্র নরেন্দ্র মোদীই করবেন। ষষ্ঠ তফশিলিকে শক্তিশালী করতে বিজেপি সরকার কাজ করছে।দেবোলাল বলেন, জনইংতি কাথার উপজাতি অ-উপজাতি, অসমিয়া অ-অসমিয়া কার্ড খেলে নির্বাচনে জয়ী হতে চাইছেন। তিনি বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় বিজেপির সঙ্গে কোনও দলের লড়াই নেই। ডিমা হাসাও জেলায় কংগ্রেস ও এপিএইচএলসি পাঁচ-পাঁচ হাজার করে ভোট পাবে। হাফলং বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অমরসিং তিসু এক লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবেন বলে দাবি করেন দেবোলাল গার্লসো।

লক্ষ টাকার নেশা সামগ্রী সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে আমতলী থানার পুলিশ। গতকাল রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সহ এক যুবককে আটক করে। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন আমতলী থানার ওসি রঞ্জিত দেবনাথ। ওসি রঞ্জিত দেবনাথ জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এক যুবক নেশা সামগ্রী বিক্রয় করতে আসবে। সেই মোতাবেক গতকাল রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। তখন ওই এলাকায় জুটন মিয়া নামে এক যুবককে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। তল্লাশিতে তিন প্যাকেট ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে।সাথে জুটন মিয়াকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, বাজেয়াপ্ত ব্রাউন সুগার গুলোর বাজার মূল্য আনুমানিক এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা হবে। সাথে আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে তোলা হবে।

হাফলঙে নাবালক খুন, চাঞ্চল্য

হাফলং (অসম), ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার সদর শহর হাফলঙে এক চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। বছর ১৭-এর এক ছাত্রকে খুন করে হাফলঙের গাদাইরাজি মাইক্রো টাওয়ারের কাছে ফেলে দেওয়া হয়েছে।লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে সমগ্র ডিমা হাসাও জেলা যখন নিরাপত্তার চাদরে মোড়া, দিবারাত্র পুলিশ পেট্রোলিং করে চলছে, তখন এ ধরনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে হাফলং পুলিশ গাদাইনরাজি মাইক্রো টাওয়ারের কাছ থেকে ওই এলাকার বাসিন্দা উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র স্লাইরিং হোজাইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করে।স্লাইরিং হোজাইয়ের বড় ভাই সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, সোমবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ স্লাইরিংয়ের মোবাইলে ফোন করে তাকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পর সে আর ঘরে ফিরে আসেনি।

তীব্র দাবদাহে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন সোনামুড়াবাসী, দপ্তরের উদাসীনতায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৩ এপ্রিল।। তীব্র দাবদাহে পানীয় জলের অভাবে ভুগছেন সোনামুড়া মহাকুমার সাধারণ জনগণ। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ডিডব্লিউএস দপ্তরের খামখেয়ালির কারনে পাঁচ দিন ধরে জলের পাম্প মেশিন খারাপ হয়ে পড়ে আছে। পাড়ার মানুষ জীবন বাঁচাতে পুকুরের নোংরা জল পান করতে বাধ্য হয়েছে।

জানা গেছে, সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত কাঠালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১নং ওয়ার্ডের খাদ্যাখলা এলাকায় সাধারণ মানুষের জন্য একটি পানীয় জলের পাম্প মেশিন বসানো হয়। কিন্তু গত পাঁচদিন ধরে এই পাম্প মেশিনটি খারাপ হয়ে রয়েছে। যার ফলে পানীয় জলের জন্য এলাকার মানুষ একাধিকবার ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের আধিকারিকদের জানালেও তারা সেই পাম্প মেশিনটি সারাই করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। যার ফলে এলাকার মানুষ পাম্প মেশিন থেকে জল না পাওয়ায় তাদের জীবন বাঁচাতে পুকুরের নোংরা জল পান করতে শুরু করেছে।

মঙ্গলবার সকালে যখন পুনরায় আবার স্থানীয়দের পক্ষ থেকে ডি ডব্লিও এস দপ্তরের আধিকারিকদের বিষয়টি জানায় তখন তারা এই পাম্প মেশিনটি সারাই করতে পারবেনা বলে জানিয়ে দেয়। তবে ডিডব্লিউএস দপ্তরের এই ধরনের উদাসীন ভূমিকায় ভুক্তভোগী স্থানীয় এলাকাবাসীরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং দাবি জানিয়েছেন যেকোনো মুহূর্তেই হোক তাদের এলাকার পানীয় জলের পাম্প মেশিনটি সারাই করে যেন পুনরায় এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।